বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

১ম অংশ

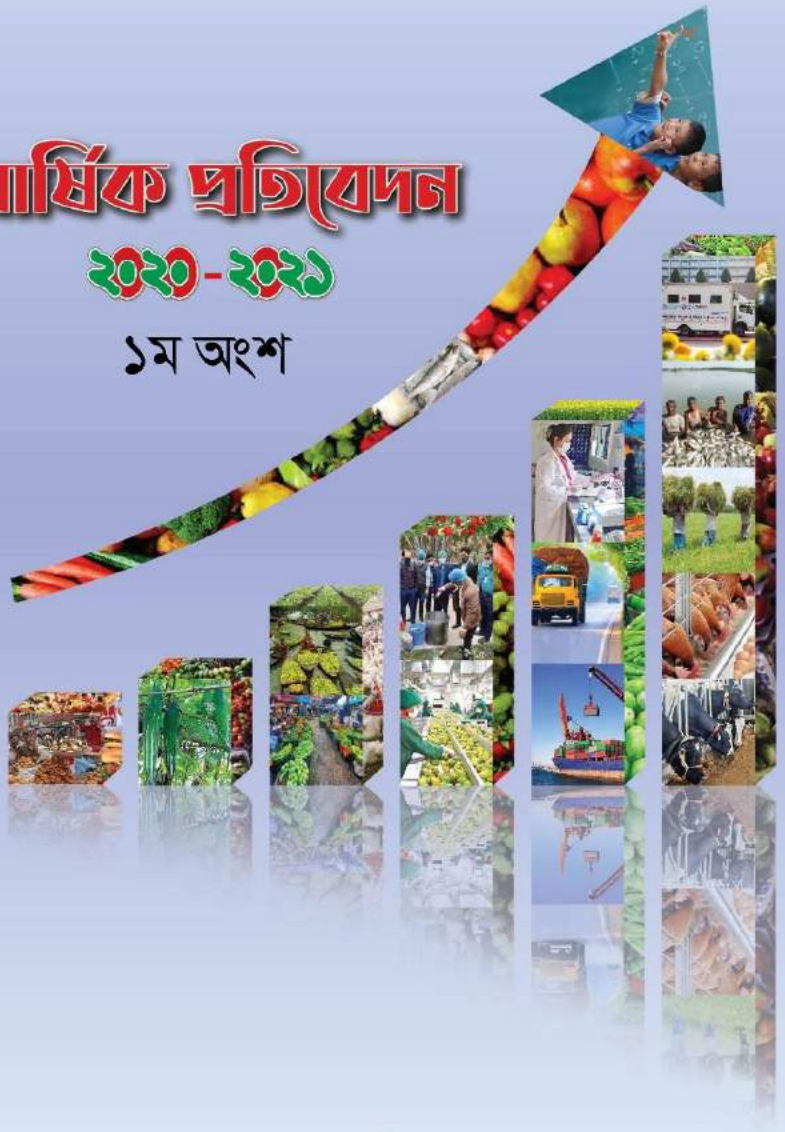

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

টেকসই উন্নয়ন - সমৃদ্ধ দেশ

নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ

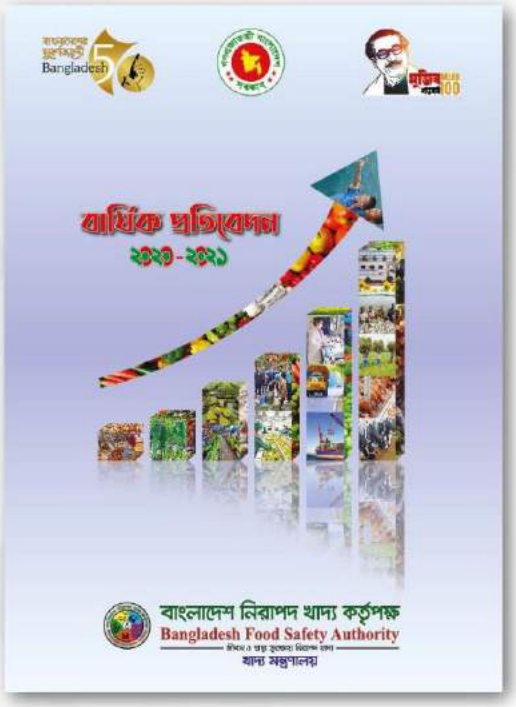

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।’

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

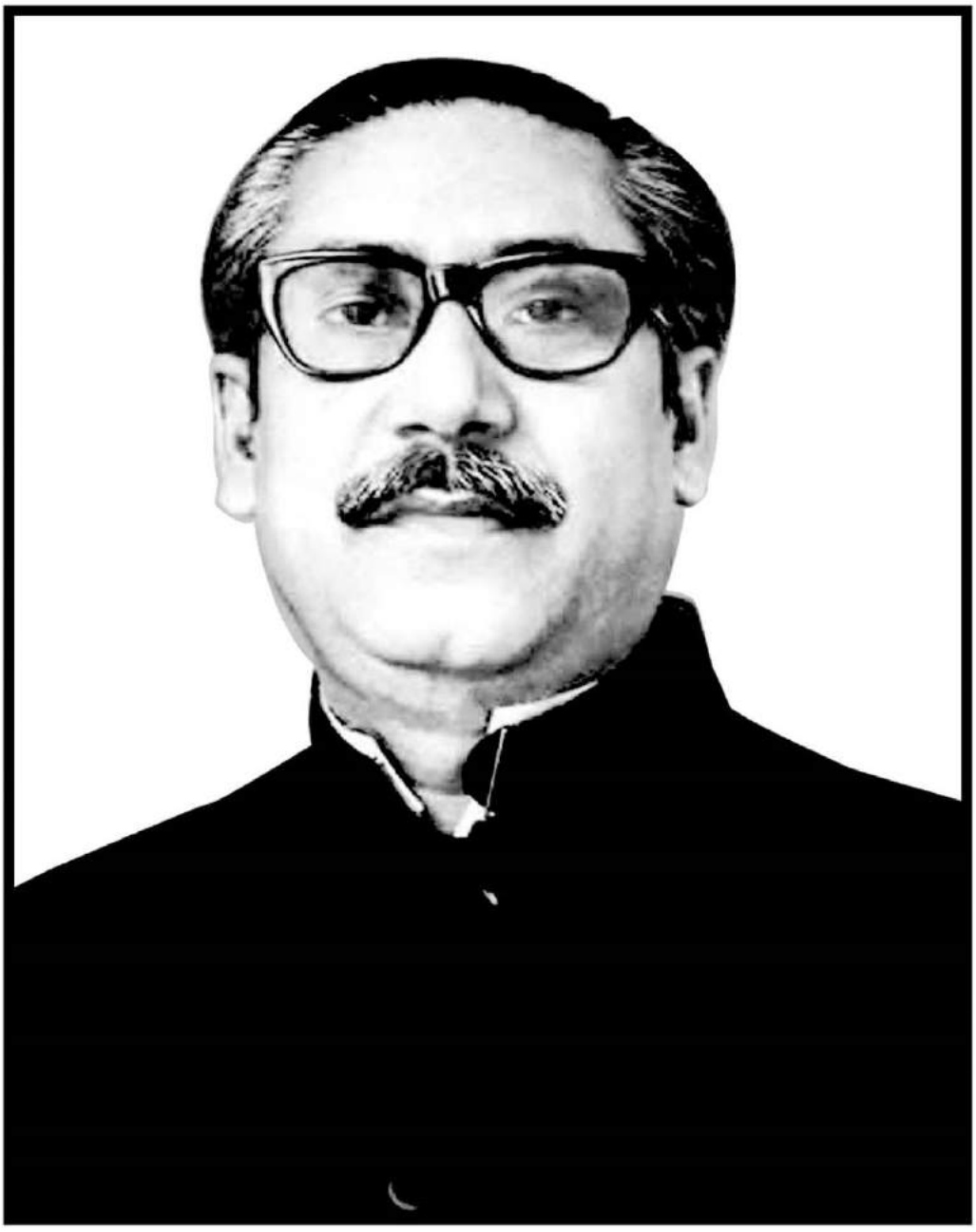

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

উৎসর্গ

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তীতে
বিনম্র শ্রদ্ধা

পতাকা

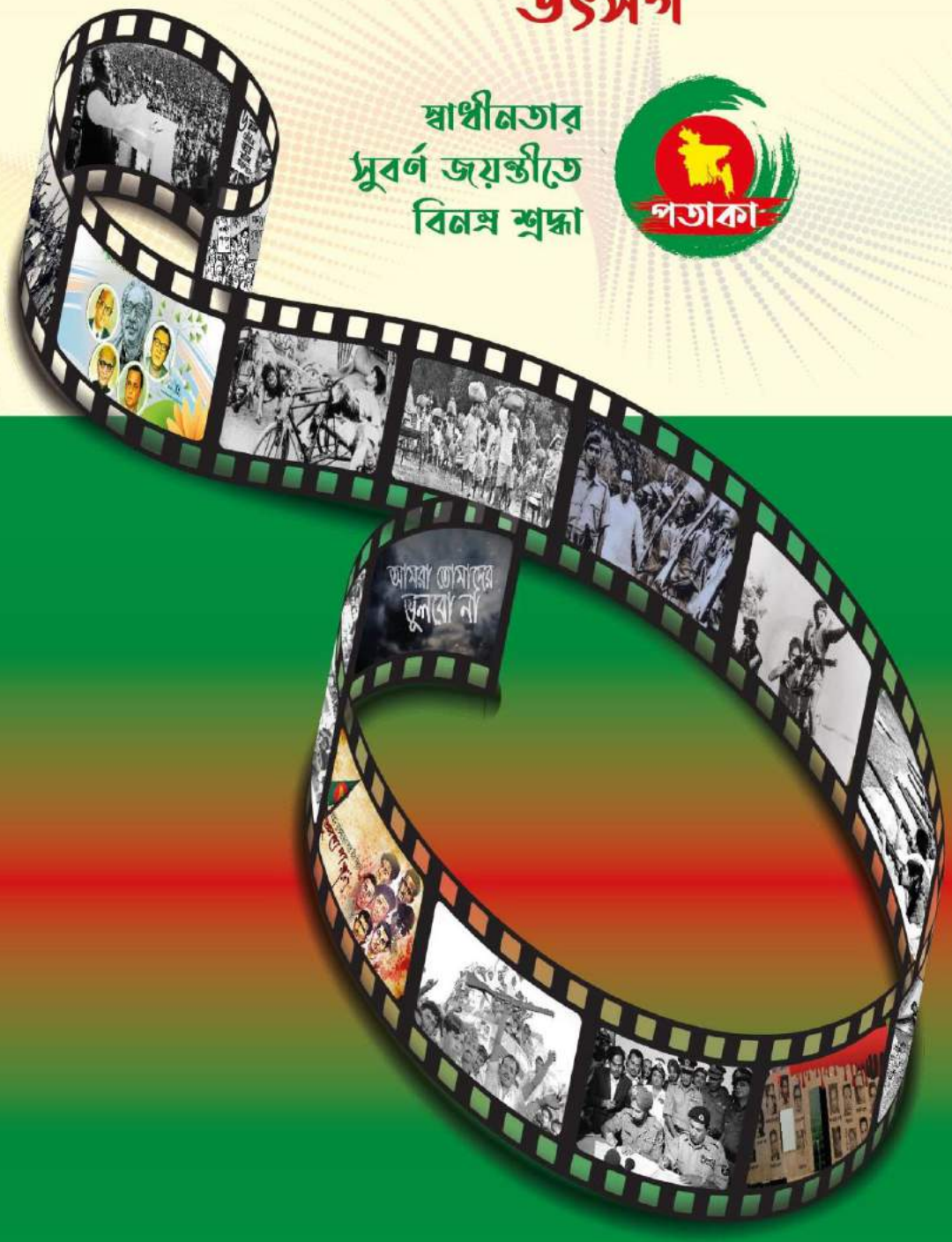

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়
জনাব মো. আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

প্রফেসর ড. মো. আব্দুল আলীম, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- আহবায়ক
জনাব আবদুর রহমান, পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব শাহ মোঃ সজীব, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব জান্নাতি ময়না, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব আবুল হাসনাত, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব এস. এম. নুরুজ্জামান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব মোঃ শওকত হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব এস. এম. শিপন, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব মেহরীন যারীন তাসনিম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব বি. এম. মশিউর রহমান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সম্পাদক

বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটি

জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সদস্য (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- আহ্বায়ক
জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান, সদস্য (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
জনাব আব্দুন নাসের খান, সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	- সদস্য

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

মুদ্রণ
জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস
৯৮, নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
ফোন : ০১৭১০-৯৫৬৫৭৫

ডিজাইন ও কম্পোজ
রায় প্রকাশ
২১৫/এ, ফকিরাপুল ১ম গলি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।
ফোন : ৭১৯৫৮৫৮, ০১৭১১-৫৯৫০৫৪, E-mail : royprokashramdia@gmail.com

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের **"বার্ষিক প্রতিবেদন"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্জনে ও জনগণের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে কর্তৃপক্ষের **"বার্ষিক প্রতিবেদন"** প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তা পর্যন্ত দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইন বাস্তবায়নে খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সীমিত জনবল নিয়ে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত জনসচেতনতা, গবেষণা এবং অভিযান খাদ্যে ভেজালবিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সকল জনগণ উন্নত বিশ্বের মতো নিরাপদ খাদ্যসহ সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছায় গৃহীত এসব পদক্ষেপসমূহ সমগ্র দেশবাসীসহ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে **"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১"** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন ও সারসংক্ষেপ আকারে অন্যান্য সংস্থা ও জনগণকে অবহতিকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবার তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও স্বচ্ছতার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। আর সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ। পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি জনগণের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। জনগণের সে সাংবিধানিক অধিকার পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চতকরণের লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যের নিরাপদতার মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থাটি খাদ্যে ভেজালরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, নিরাপদতার মান অনুসারে রেস্তোরাঁর গ্রেডিং প্রদান ও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত বছরে কর্তৃপক্ষের জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করছে যা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির একটি অন্যতম সূচক হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এই প্রত্যয়কে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পুষ্টি সংবেদনশীল দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করা হচ্ছে। জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার পূরণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খাদ্য উৎপাদন হতে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তর তথা উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিপণন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতার গুরুত্ব পৌঁছে দেয়া আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সকল অংশীজনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে একটি সুস্থ সবল জাতি গঠনে এর কোন বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের **'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১'** উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিগত বছরের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ এবং তা অপরাপর সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির উপর **"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১"** প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম দায়িত্ব। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সকলকে বিতরণ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। আমি আশা করছি, বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশি ও বিদেশি পরিমণ্ডলে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন হিসেবে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে এবং অনেক ধরনের বিভ্রান্তি দূর করবে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং কর্তৃপক্ষের অগ্রগতির বিষয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তার দোরগোড়ায় দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং তাঁর যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য' রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁরই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে একসূত্রে আবদ্ধকরণ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একনিষ্ঠভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে ধারণ করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের জন্য বর্তমান সরকারের সকল অনুজ্ঞা ও অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নের পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈশ্বিক এই মহামারি আমাদেরকে আবারও নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কোভিড পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টিমান নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রথম বারের মতো বৃহৎ ও তথ্যসমৃদ্ধ কলেবরে কর্তৃপক্ষকে তুলে ধরার প্রয়াসে **"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১"** প্রণয়ন ও প্রকাশের সাহসী উদ্যোগে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন; শ্রম, মেধা, তথ্যাদি ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো. আব্দুল কাইউম সরকার

সদস্য
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ও
আহবায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

আহবায়কের কথা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে মেধাবী, কর্মক্ষম ও সুস্থ-সবল জাতি গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আধুনিক বাংলার রূপকার ও উন্নয়নের রোল মডেল বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। আমরা জানি, জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও সুষম পুষ্টি নিশ্চিতকরে সুস্থ-সবল একটি জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি। খাদ্যে বিভিন্ন দূষকের মিশ্রণ ও অণুজীবের উপস্থিতি, ভেজাল, অনিরাপদ মোড়ক এবং বিভ্রান্ত লেবেলিং ও বিজ্ঞাপনে ভোক্তা সাধারণ উদ্বিগ্ন। এগুলো প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো তৎপর। এ সকল কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর ভাবে গড়ে তোলা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জবাবদিহিতা প্রদানের বিষয়টি গুরত্ব পেয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান সরকার দেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ রহিত করে ২০১৩ সালে যুগান্তকারী "নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩" প্রণয়ন করেন। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ কার্যকর হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে এই আইনের আওতায় একটি জাতীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির উপর **"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১"** প্রকাশ করা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিগত বছরের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন ও যথাযথ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রতিবেদন অপরাপর সংস্থা ও জনগণের জন্য একটি রেফারেন্স বই হিসেবেও ভূমিকা রাখে। আইনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রনয়ণ করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিতরণ করার আবশ্যকতা রয়েছে।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় মহোদয়ের বাণী এবং সম্মানিত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মহোদয়ের বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। অধিকন্তু, কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় প্রথমবারের মতো বৃহৎ, সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। এ জন্য স্যারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির সম্মানিত আহবায়ক ও কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) মহোদয়, কমিটির অপর দুই সদস্য যথাক্রমে কর্তৃপক্ষের সদস্য (আইন ও নীতি) ও কর্তৃপক্ষের সচিব মহোদয় যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ সাধন করেছেন সে জন্য তাঁদের প্রতি রইলো অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। এ বার্ষিক প্রতিবেদন যাঁদের বছরব্যাপী কার্যে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ হয়েছে, তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যগণ প্রকাশনা কাজে সময় ও শ্রম দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব জনাব বি. এম. মশিউর রহমান এর ভূমিকা উল্লেখ্যযোগ্য এবং তার কাছেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো এমন আকর্ষনীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ বৃহৎ কলেবরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করছি, বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশি ও বিদেশি পরিমন্ডলে একটি তথ্য বহুল প্রতিবেদন হিসেবে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং কর্তৃপক্ষের অগ্রগতির বিষয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কর্তৃপক্ষের এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখা সকল বীরসেনানীর প্রতি উৎসর্গ করা হলো।

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল- সারা বিশ্বের বিস্ময়। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীন বাংলাদেশ কারো দয়ায় নয়; এগিয়ে যাচ্ছে দীপ্ত পদক্ষেপে, নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন এভাবেই আজ বাস্তবে ধরা দিতে চলেছে। আজ এদেশের মানুষের খাদ্যসহ প্রতিটি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সরকার বদ্ধ পরিকর। এর পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার জননী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব। শুধু খাদ্য চাহিদা পূরণই নয়, বরং তা যেন হয় নিরাপদ এ ভাবনা থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী আগ্রহে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি প্রণয়ন করেছেন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে গঠন করেছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা দিবসকেই 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিশ্ব দরবারে আরেকটি মাইলফলক স্থাপন করেছেন।

সুস্থ-সবল, সৃজনশীল ও দক্ষ জনবল তৈরির জন্য নিরাপদ খাদ্যের কোন বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়ন আর সমৃদ্ধশালী দেশ হতে হলে চাই নিরাপদ খাদ্য। বর্তমান সরকার জনগণকে সচেতন করে তাদেরকে পাশে নিয়ে পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছেন। আর এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

প্রথম বারের মতো বৃহৎ ও তথ্যসমৃদ্ধ কলেবরে কর্তৃপক্ষকে তুলে ধরার প্রয়াসে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ ও ঐকান্তিক উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার স্যারের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যাপারে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়াস ছিল অপরিসীম। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে প্রণয়ন কমিটির আহবায়ক এবং কর্তৃপক্ষের সদস্য প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আলীম স্যার এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদসহ আঙ্গিক কাঠামো নির্ধারণে বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ রেজাউল করিম স্যারের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রতিবেদনটিকে করেছে প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির অপর দুইজন সম্মানিত সদস্য যথাক্রমে সদস্য (নীতি ও আইন) ও কর্তৃপক্ষের সচিব স্যারকে যারা সময়ে সময়ে তাঁদের মূল্যবান পর্যালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি ও খাদ্য সম্মানিত সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম মহোদয়ের বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা ও পরামর্শের জন্য তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

বর্তমান **"বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১"**কে তত্ত্ব, তথ্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনায় ঋদ্ধ করতে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এটি সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী ও আগ্রহী পাঠকমহলসহ সকলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদনটির গুণগত মান ও প্রযোজ্যতা বজায় রাখার জন্যও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদ, অবকাঠামোগত বিন্যাস এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত বিচ্যুতি হয়তো দূর করা সম্ভব হয় নি- সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। তারপরও প্রতিবেদনের কোনো বিষয়ে অসামঞ্জস্য থাকলে তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সরকারের নিকট পেশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিতরণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। তাই **"বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১"** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি দায়বদ্ধতামূলক প্রকাশনা। নিরাপদ খাদ্যের প্রতি জনসাধারণের সচেতনতা সৃষ্টি ও কর্তৃপক্ষের আইনগত কার্যক্রমসহ সামগ্রিক কার্যাবলী পরিচালনার একটি লিখিত মূল্যায়ন এটি। অসীম সাধ আর সীমিত সাধ্য নিয়ে আমরা এ ধরনের প্রকাশনার মতো একটি দুরূহ ও দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলাম। সময় স্বল্পতা ও অন্যান্য প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা আমাদের পিছপা করতে পারেনি। তবে ভবিষ্যতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি সামান্য হলেও দিকনির্দেশনার কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের জন্য যাঁরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, মানচিত্র আর পতাকা দিয়ে গিয়েছেন, মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বীর সেনানীর প্রতি বার্ষিক প্রতিবেদনটি উৎসর্গ করা হল।

বি.এম মশিউর রহমান

সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১৫	৯৫	গবেষণা ও প্রকল্প সংক্রান্ত
ভূমিকা	১৭	৯৯	কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত
রূপকল্প, অভিলক্ষ্য	১৮	১০৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা	২৫	১০৯	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন
কমিটিসমূহ	৩১	১১৩	মুজিববর্ষের কর্মসূচি
প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম:	৪৩	১২১	জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অন্যান্য দিবস উদ্‌যাপন
বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন ও বিচারিক কার্যক্রম	৫১	১৩৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)
মনিটরিং কার্যক্রম	৫৯	১৪১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (NIS)
খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ	৬৭	১৪৫	ভোক্তা স্বার্থ ও তদন্ত
নেটওয়ার্ক স্থাপন, ল্যাব ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ	৭৩	১৪৭	টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়ন
খাদ্য সংজ্ঞায়ন ও পুষ্টিমান সমন্বয়	৭৫	১৪৯	বার্ষিক উদ্ভাবন কার্যক্রম
জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	৭৭	১৫৩	সমঝোতা স্মারক
ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮৫	১৫৪	ইউএন ফুড সিস্টেম সামিট-২০২১
অনিরাপদ খাদ্য প্রত্যাহার	৮৯	১৫৫	উপসংহার

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রো-অ্যাক্টিভ ও রি-অ্যাক্টিভ মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে চলেছে। অত্র কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে জনসাধারণের মাঝে খাদ্য উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা, স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাত ধোঁয়া কর্মসূচি, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ এবং তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নমুনা বিশ্লেষণ করা, ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা, খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং করা, খাদ্য স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসঙ্গতি পরিলক্ষীত হলে নিয়মিত পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা, অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে খাদ্যের মান ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিপনন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা অন্যতম।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' উদযাপন করেছে। করোনা মহামারীর কারণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিজেলায় সীমিত পরিসরে পালিত হয় '৪র্থ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস'। কর্তৃপক্ষের জন্য মহা আনন্দের উপলক্ষ্য ছিল ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল উপস্থিতি। দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিথযশা দেশি-বিদেশি লেখক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের প্রবন্ধ নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও দিবসের কর্মসূচি হিসেবে সেমিনারে, সংবাদ সম্মেলন, গোল টেবিল বৈঠক, পোস্টার প্রদর্শনীসহ ঢাকা শহর সজ্জিত করা হয়। সকল জেলায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিগত অর্থবছরে উপদেষ্টা পরিষদে একটি এবং কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হচ্ছে ৯ম গ্রেডের ৯৩ জন জনবল নিয়োগ ও তাঁদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ। এ অর্থ বছরে প্রতিটি জেলায় নিরাপদ খাদ্য অফিসার পদায়ন করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ১৩-১৬ গ্রেডে ব্যক্তিগত সহকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, অফিস সহকারী ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ৬৩ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কাজে যোগদান করেন। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১৭ থেকে ২০ গ্রেডে ১২৩ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৭১ জন জনবলের মাঝে বর্তমানে ৩০২ জন জনবল কর্মরত আছে। এই স্বল্পসংখ্যক জনবল নিয়ে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আইন -২০১৩ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের অনমোদনক্রমে ২ টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আরও ৪টি প্রবিধানমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে অংশীজনের সাথে আলোচনা চলছে। মুজিববর্ষে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারনের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশের নির্বাচিত ৬০ টি উপজেলায় ক্যারাভান রোড শো, জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে ৩৮৮ সেমিনার/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ২৫০,০০০ অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করেছে। ১২ টি স্কুল/কলেজে ১২০০ জন শিক্ষার্থীকে হাত ধোঁয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের

মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার নিমিত্ত ৪ টি সচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি তৈরি এবং তা কয়েক ধাপে ৬১ টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ১টি সাময়িকী এবং বিয়াম ফাউণ্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রচার করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের জন্য ২ টি টিভিসি এবং ২ সেট পিএসএ ট্রিলজি নির্মাণ করা হয়েছে যা বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৯০৮ মিনিট প্রচার করা হয়েছে এবং ২ টি ক্ষুদে বার্তা BTRC এর সহযোগিতায় সকল অপারেটরে মুঠোফোনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪১টি বেসরকারি চ্যানেলে টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বার্তা প্রচার করা হয়েছে। সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৬০ জন অংশীজনের সাথে কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতবিনিময় হয়েছে। জনসচেতনতা ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের ৭১০০০ লিফলেট, ৭,০০,০০০ পোস্টার এবং ১৮০০ টি স্টীকার প্রস্তুত করা হয়েছে। ২৭৬০ টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৩৫৪ টি খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করে ১৭২৮ টি মানসম্মত নমুনা এবং ২৬৮ টি মানসম্মত নমুনা নয় বলে স্বীকৃত ল্যাব কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে এবং ৩৫৮ টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসংগতিজনিত কারনে বিএফএসএ'র নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৫৭ জনকে দায়ী করে ১৫৭ টি মামলা দায়ের ও ২,১২,০০০০০/-(দুই কোটি বার লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে (২০২০-২১ অর্থবছরে) ১৩৬৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার মাধ্যমে ২০৪২ জনকে দায়ি করে ২৭১৩ টি মামলা এবং ৫ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করার মাধ্যমে ২,৯৮,৪২,৫৭০/-(দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর) টাকা অর্থদণ্ড এবং ১৩১ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে আরও ত্বরান্বিত করার স্বার্থে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৫১(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খাদ্য বিশ্লেষক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা, মনিটরিং অফিসার এবং সকল জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসারকে খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রধান কার্যালয় হতে ১৭২ টি এবং জেলা পর্যায়ে ১৯৯৬৯টি খাদ্য স্থাপনা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া এসময়ে ২২টি বাজার ও সুপারশপ পরির্দশন করা হয়েছে। মান বিবেচনায় পূর্বে গ্রেডিং প্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরাঁ হতে ৩১ টি এবং নতুন ৩০ টি সহ সর্বমোট ৬১ টি হোটেল/রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে। ৯ টি খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের উপর মান বিষয়ক গবেষণাধর্মী মতামত BSTI তে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ইনোভেশন আইডিয়ায় অনলাইন মনিটরিং অ্যাপ "নজর" সম্প্রসারণের আওতায় ৬ টি হোটেল/রেস্তোরাঁয় বাস্তবায়ন এবং খাদ্য ব্যবসায়ী /খাদ্য কর্মীদের অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় প্রধান কার্যালয় হতে ১৭৩ জন এবং প্রতি জেলায় ৫০ জন করে ৩২০০ জনসহ সর্বমোট ৩৩৭৩ জন খাদ্য ব্যবসায়ী / খাদ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল সেবা সহজীকরণের আওতায় ঢাকা শহরের ৩ টি মেগাশপের ০৬ টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে ইনোভেশন আইডিয়া সকলের জন্য সহজলভ্য নিরাপদ খাদ্য শিক্ষা অ্যাপ "খাদ্য কথন" তৈরি করা হয়েছে। জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের ডিরেক্টরি প্রণয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে উৎস ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষে কর্মরত ১৮৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ৬০ কর্মঘন্টা এবং ০৩ জন ডেপুটেড কর্মকর্তাকে ২৪ কর্মঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী ৫ বছর (২০২২-২০২৬), ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ টেকসই ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বছরব্যাপী কাজ করে থাকে।

ভূমিকা

মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাসমূহ যথা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মধ্যে প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। খাদ্য ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই একটি শিশুর প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, যা তাঁর বেড়ে উঠার জন্য অপরিহার্য। আর খাদ্য যদি নিরাপদ ও পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি তাঁর মেধা বা মননশীলতারও পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। শিশুটি তখন জাতির কাছে মানবসম্পদ না হয়ে বোঝায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সাথে খাদ্যের নিরাপদতা জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টি যা নিশ্চিত হয় নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি থেকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত MDG এর প্রায় সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ ঘোষিত SDG এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ২০৩০ এর মধ্যে অর্জনের নিরন্তর প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, রূপকল্প-২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর অভিলক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ রহিত করে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। আইনটি ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকর হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সকলকে বিতরণ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

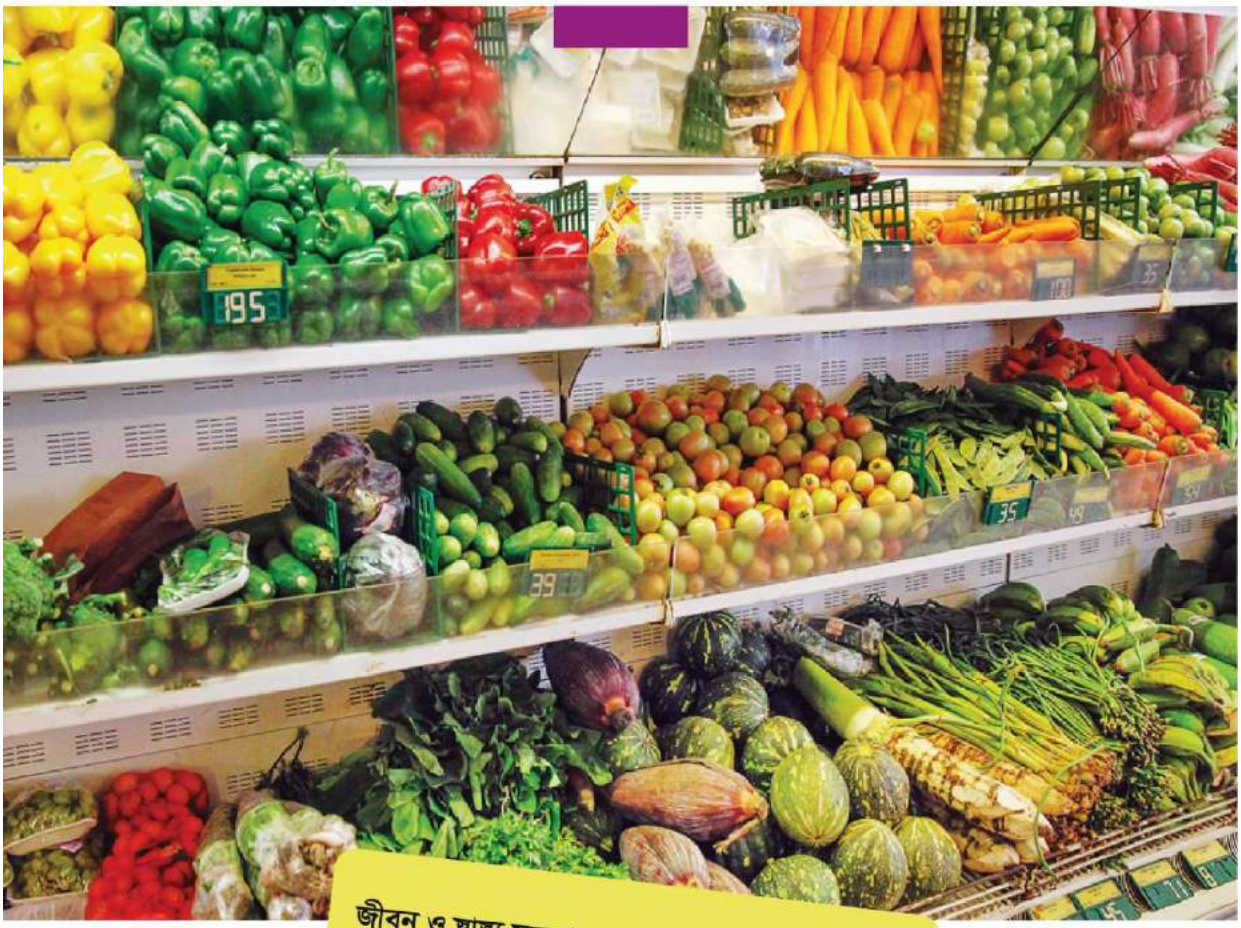

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্য শিল্প ও খাদ্যব্যবসায়ী এবং সুশীলসমাজকে সাথে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত বিধি-বিধান তৈরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন চেইন পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Objectives):

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর (২০১৭-২০২১) মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- **কৌশলগত লক্ষ্য ১:**

  নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ২:**

  খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান জোরদার করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সংগে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৩:**

  খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সংগে জড়িত সকল সরকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৪:**

  নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন, কার্যকর এবং প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলন করে যথাযথ ও নিরপেক্ষ পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশনা প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৫:**

  খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী সমর্থনে খাদ্য পরীক্ষাগারের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা। পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের (ডিফিউশন এবং ট্রান্সমিশন) উপর নজরদারি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৬:**

  সর্বোচ্চমানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ সম্পর্কে যোগাতে সকল অংশীজন বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনাসহ একটি পথনকশা (রোড ম্যাপ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৪ কার্যাবলী (Functions):

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুযায়ী ধারা ১৩ আলোকে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে দেয়া হলো

- **কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা।

- **সাধারণ দায়িত্বাবলি:**

ক) নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

খ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদণ্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ;

ঘ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঙ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ;

চ) খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ছ) খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদের জন্য, সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরনীয় এ্যাক্রেডিটেনশনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

জ) খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঝ) খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

ঞ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তদ্‌ভিত্তিতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ট) খাদ্য মোড়কীকরণ এবং মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য গুণ ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত দাবী প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ; এবং

ড) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত তথ্য বিনিময়;

- **কর্তৃপক্ষ, উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যথা:-**

ক) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

খ) নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশ্লেষণ, যথা:-

অ) খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

আ) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

ই) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

ঈ) খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) নিরাপদ খাদ্যের সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

চ) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এতদবিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা;

ছ) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

জ) এই আইন বাস্তবায়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঞ) খাদ্যের গুণগত মানের বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

ট) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা ও মানদণ্ড নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন;

ঠ) আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ;

ড) নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

- আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়ন করা।

"৪র্থ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২১" উপলক্ষ্যে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সিং - এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি। মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়; ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়; জনাব শ.ম. রেজাউল করিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলে সুস্থ থাকি সবাই মিলে

প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

২.০ সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

২.১ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ:

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে দুইটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে এ অর্থবছরে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে উপদেষ্টা পরিষদের সভা সংক্রান্ত তথ্য:

সভাপতি	সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	২৪/০৬/২০২১
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে
উপস্থিতি	৪৫ জন

আলোচ্য সূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
আলোচ্য সূচি-১ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ'-এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর কোন প্রকার আপত্তি/সংশোধন না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-২ ৪র্থ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি **ক) সিদ্ধান্ত নম্বর (গ):** Codex Alimentarius Commission এর ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগ করে মতামত/ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। **খ) সিদ্ধান্ত নম্বর (ঘ) :** জর্দ্দা, গুল ও সিগারেটের তামাকপাতায় হেভিমেটাল প্রাপ্তি সংক্রান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে যথাযথ বিবেচিত হলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **গ) সিদ্ধান্ত নম্বর (ঙ):** যে সকল কীটনাশক পরীক্ষা করে হেভিমেটাল পাওয়া গেছে সেগুলির Traceability নির্ণয়ের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। **ঘ) সিদ্ধান্ত নম্বর (চ):** খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন বিধান থাকলে তা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে সেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ফলোআপ করতে হবে। গ) কৃষি মন্ত্রণালয় কীটনাশক বা বালাইনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ঘ) আইনের Comparative Study এর উপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করে তৎপ্রেক্ষিতে সমন্বিতভাবে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
ঙ) সিদ্ধান্ত নম্বর (ছ) : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বিএসটিআই এর কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও খাদ্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ (Standardization) এর দায়িত্ব বিএসটিআই এর পরিবর্তে বিএফএসএ এর উপর ন্যস্তকরণ বিষয়ে প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	ঙ) বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।
আলোচ্য সূচি-৩ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বার্তা জনগণের দৌড়গোঁড়ায় পৌছে দেয়া যায় কিনা-এ বিষয়ে আলোচনা।	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।
আলোচ্য সূচি-৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক গণশিক্ষা/কারিগরি মাদ্রাসা বোর্ড/বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে পৌছে দেয়া এবং খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়টি তাদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা-এ বিষয়ে আলোচনা।	১। পাঠ্যপুস্তকে খাদ্য সংশ্লিষ্ট যে অংশটুকু রয়েছে তাতে খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংযোজন করে নতুন আঙ্গিকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে; ২। পাঠ্যপুস্তকে 'খাদ্য নিরাপদতা' সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ যাচাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট content প্রস্তুত করবে; ৩। 'খাদ্য নিরাপদতা' শব্দটি বাংলা ডিকশনারিতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য বাংলা একাডেমিতে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।
আলোচ্য সূচি-৫ Islamic Foundation/হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা অন্যান্য ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে সকল স্তরের জনগণের কাছে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা-এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয় বরাবর প্রচার সামগ্রীসহ পত্র প্রেরণ করতে হবে; ২। ধর্মীয় আলোচকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, পুস্তিকাসহ নিরপাদ খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্ট সরবরাহ করতে হবে।
আলোচ্য সূচি-৬ Infosan এর Network Structure-2020 অনুযায়ী Bangladesh Food Safety Authority কে Infosan এর Emergency Focal Point করার বিষয়ে আলোচনা ।	Infosan এর Emergency Contact Point হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্য সূচি-৭ (বিবিধ) ভোক্তারা যেন তাৎক্ষণিক ও সহজে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে 'খাদ্য নিরাপদতা' বিঘ্নিত হলে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এ বিষয়ে একটি এ্যাপস্ প্রস্তুত করার প্রস্তাব করেন।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'খাদ্য কথন' নামে একটি এ্যাপস্ প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই এ্যাপস্ এ উক্ত অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তুত করতে হবে।

খ) উপদেষ্টা পরিষদের এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সভা সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সভা নং	সভার তারিখ
প্রথম সভা	০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫
দ্বিতীয় সভা	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
তৃতীয় সভা	১১ অক্টোবর ২০১৮
চতুর্থ সভা	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০
পঞ্চম সভা	২৪ জুন ২০২১

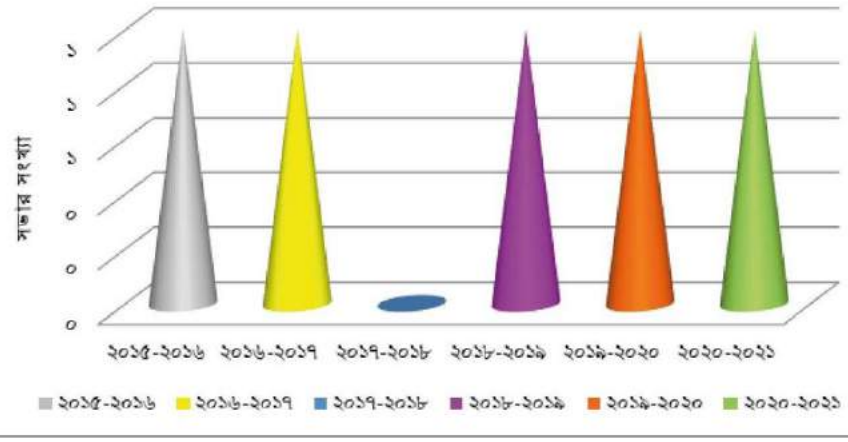

২.২ কর্তৃপক্ষের গঠন:

একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা। চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী। নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী চারজন সদস্য চারটি বিষয়ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করেন। যথা-

(ক) জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি;
(খ) খাদ্য শিল্প বা খাদ্য উৎপাদন;
(গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার; এবং
(ঘ) খাদ্য বিষয়ক আইন ও নীতি।

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একজন সচিব রয়েছেন, যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ নিয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত। কর্তৃপক্ষের সচিব বোর্ডের সাচিবিক সহায়তা করে থাকেন। বিগত অর্থ বছরে মোট ১৩টি বোর্ড সভা (৪০তম থেকে ৫২তম)।

২.৩ কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো:

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এবং অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৭ টি বিভাগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ একজন উপসচিব পদমর্যাদার পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হচ্ছে-

(ক) সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(খ) খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ
(গ) নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ ও প্রত্যয়ন সমন্বয় বিভাগ
(ঘ) খাদ্যভোক্তা সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(ঙ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় কার্যক্রম বিভাগ
(চ) নিরাপদ খাদ্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ
(ছ) পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো

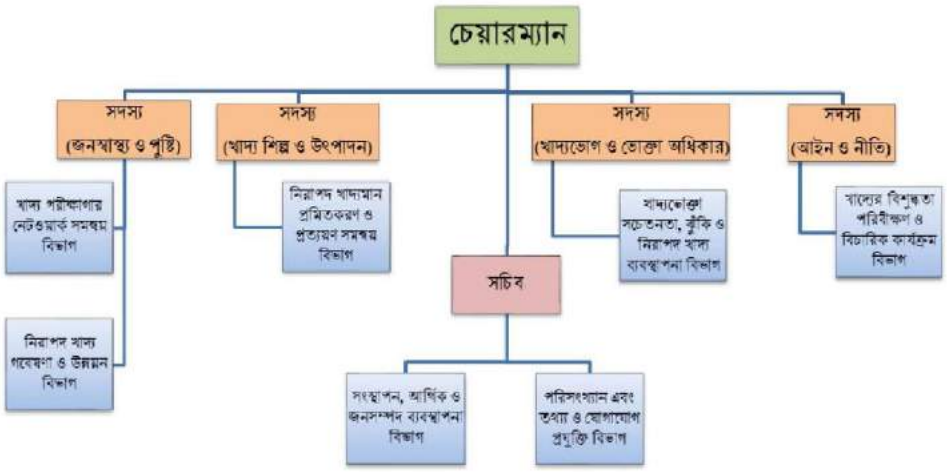

২.৪ জনবল কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কর্তৃপক্ষে বর্তমানে ১ জন চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), ৪ জন সদস্য (যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন), ১৩ জন কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ৯ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ৩ জন) ও ৫ জন বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সংযুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়) প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। সরকার ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব ব্যতীত (আইন দ্বারা সৃষ্ট ও সরকার কর্তৃক প্রেষণ বা চুক্তিতে নিয়োগকৃত) নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৬৫ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন দিয়েছে।

ক্রমিক	পদের নাম	প্রধান কার্যালয়	মেট্রোপলিটন কার্যালয়	জেলা কার্যালয়	মোট পদ সংখ্যা	গ্রেড	মন্তব্য
		পদ সংখ্যা	পদ সংখ্যা	পদ সংখ্যা			
১	চেয়ারম্যান	০১			০১		১, ২ ও ৩ আইন দ্বারা সৃষ্ট ও সরকার কর্তৃক প্রেষণ বা চুক্তিতে নিয়োগকৃত
২	সদস্য	০৪			০৪		
৩	সচিব	০১			০১		
৪	পরিচালক	০৩			০৩	গ্রেড-৪	
৫	অতিরিক্ত পরিচালক	০৬			০৬	গ্রেড-৫	
৬	উপপরিচালক	১২			১২	গ্রেড-৬	
৭	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১			০১	গ্রেড-৯	
৮	খাদ্য বিশ্লেষক	০১			০১	গ্রেড-৯	
৯	নিরাপদ খাদ্য অফিসার		০৮	৬৪	৭২	গ্রেড-৯	
১০	সহকারী পরিচালক	০৬			০৬	গ্রেড-৯	
১১	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০			১০	গ্রেড-৯	
১২	মনিটরিং অফিসার	০৫			০৫	গ্রেড-৯	
১৩	গবেষণা কর্মকর্তা	০৪			০৪	গ্রেড-৯	
১৪	আইন কর্মকর্তা	০১			০১	গ্রেড-৯	
১৫	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১			০১	গ্রেড-৯	
১৬	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১			০১	গ্রেড-৯	
১৭	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১			০১	গ্রেড-৯	
১৮	হিসাবরক্ষক	০১			০১	গ্রেড-১৩	
১৯	সহকারি গ্রন্থাগারিক	০১			০১	গ্রেড-১৪	
২০	ব্যক্তিগত সহকারী	০৯			০৯	গ্রেড-১৪	
২১	হিসাব সহকারী	০১			০১	গ্রেড-১৬	
২২	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৮			০৮	গ্রেড-১৬	
২৩	ক্যাটালগার	০১			০১	গ্রেড-১৬	
২৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৩			২৩	গ্রেড-১৬	
২৫	টেলিফোন অপারেটর/ অভ্যর্থনাকারী	০১			০১	গ্রেড-১৬	
২৬	নমুনা সংগ্রহকারী	০১	০৮	৬৪	৭৩	গ্রেড-১৬	
২৭	গাড়ী চালক	১২	০৮		২০		আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পূরণযোগ্য
২৮	অফিস সহায়ক	২৭	০৮	৬৪	৯৯		
২৯	নিরাপত্তা প্রহরী	০২			০২		
৩০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০২			০২		
	মোট	১৪৭	৩২	১৯২	৩৭১		

৪র্থ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২১ এর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে IFC ও World Bank Group এর সহযোগিতায় আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

অন ব্লিনিং-এর মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য সনাক্তকরণে FAO ও USAID -এর সহায়োগিতায় প্রাপ্ত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান

মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা

কুমিল্লার বুড়িচং-এ হলুদ কারখানায় পরিচালিত অভিযানে উপস্থিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা

মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলাতে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক ক্যারাভান রোড শো

৩.০ কমিটিসমূহ

৩.১ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিঃ

নিরাপদ খাদ্য আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট **'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'** গঠন করেছে। সমন্বয় কমিটিতে সচিব, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সমন্বয় কমিটির সভা বছরে তিনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে এ অর্থবছরে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা (৬ষ্ঠ সভা) সংক্রান্ত তথ্যঃ

সভাপতি	মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বিএফএসএ
সভার তারিখ	২১/০৯/২০২০
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	বিআইআইএসএস (BIISS) মিলনায়তন
উপস্থিতি	৩২ জন

আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
আলোচ্য সূচি-১ গত ০৮ আগস্ট ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৫ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	গত ০৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৫ম সভার কার্যবিবরণীর কোন প্রকার আপত্তি/সংশোধন না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-২ **৫ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি** ক) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর চেম্বার (Ripening Chamber) স্থাপন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। খ) ফল পাকানোর ক্ষেত্রে যাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা না হয় সেজন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সকল জেলার জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়।	১। ফল পাকানোর ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল পাকানোর Ripening Chamber স্থাপনের জন্য পুনরায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ২। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে সমন্বিত বাজার মনিটরিং এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১। ফল পাকানোর বিষয়ে অন্য কোন টেকনোলজি রয়েছে কি না এ বিষয়ে বিসিএসআইআর, বুয়েট, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফুড টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সংক্রান্ত প্রচারণা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। রাসায়নিক পদার্থের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং এর সহজলভ্যতা ও অপব্যবহার রোধকল্পে একটি গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
আলোচ্য সূচি-৩ **বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU স্বাক্ষর:** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে ৯টি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যাদের পক্ষ থেকে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে যথাযথ সাড়া পাওয়া যায় নি, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়া নতুন কোন সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারকের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয়।	১। MoU স্বাক্ষরের বিষয়ে যে সকল দপ্তরের সাড়া পাওয়া যায়নি সে সকল দপ্তর এ পুনরায় পত্র প্রেরণ এবং অবহিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরকে MoU স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্য সূচি-৪ আমদানি নীতিতে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট শর্তাবলির অন্তর্ভুক্তিকরণ: 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' অনুযায়ী খাদ্য আমদানীর ক্ষেত্রেও খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। আমদানিকৃত খাদ্যে ভারী কোন ধাতু বা contact material বা additive material থাকলে খাদ্যের নিরাপদতা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। আমদানিকৃত খাদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের পর দেশে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমদানী নীতিতে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট শর্তাবলির অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বলেন, খাদ্য সামগ্রী আমদানি সংক্রান্তে যে সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা রয়েছে তার অধিকাংশই আমদানী নীতিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় আমদানীকারকদের এ বিষয়ে বাধ্য করা যাচ্ছে না। তাই আমদানী নীতিতে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।	আমদানী নীতিতে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন সে সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর পূর্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্য সূচি-৫ Good Agricultural Practice (GAP) এর নীতিমালা বাস্তবায়ন অগ্রগতি: উদ্ভিজ্জাত, খাদ্যপণ্যের গুনগত মান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে GAP নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সুব্রত কুমার দাস, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানান যে Bangladesh Agriculture Research Council এর নেতৃত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং হরটেক্স ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় এঅচ নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। যা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে আমের ক্ষেত্রে প্রণীত GAP নীতিমালা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় GAP নীতিমালাকে একটি আদর্শ নীতিমালা হিসেবে প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা।	১। আমের ক্ষেত্রে অনুমোদিত এঅচ নীতিমালা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। একটি আদর্শ ও সমন্বিত এঅচ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। দেশে উৎপাদিত সবজি ও ফলমূলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
আলোচ্য সূচি-৬ **Plant Protection Wing এর Lab Capacity:** Plant Protection Wing এর পরীক্ষাগারে Pesticides এর উপাদান ও গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। তবে MRL এর বিষয়ে দক্ষ জনবল এবং সক্ষমতা না থাকায় MRL পরীক্ষা করা হয় না। এ বিষয়ে Plant Protection Wing এর সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা	Plant Protection Wing এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-৭ **মৎস্যসম্পদ আমদানির ক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী স্থলবন্দরসমূহে 'মৎস্য কোয়ারেন্টাইন' সুবিধা তৈরি:** সকল মৎস্যজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিরাপদতা প্যারামিটার বা ভারী ধাতুর পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে এসব পরীক্ষা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	মৎস্য কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের Storage Facility তৈরি, Test Facility বৃদ্ধি, সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণসহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-৮ **পশু জবাই বিধিমালা ও নির্ধারিত SOP চূড়ান্তকরণ:** 'পশু জবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১' সংক্রান্ত বিধিমালার চূড়ান্ত খসড়া পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা।	১। পশু জবাই বিধিমালা ও নির্ধারিত SOP চূড়ান্তকরণের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে সমন্বিত করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ২। প্রাণিজাত হিমায়িত খাদ্যপণ্যের Species identification এর বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ৩। মৎস্য ও প্রাণিজাত খাদ্যদ্রব্যের Country of Origin, Traceability নির্ধারণ, Transportation Facility নিশ্চিতকরণ এবং কোয়ারেটাইন স্টেশনে পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-৯ **সীমান্তবর্তী স্থলবন্দরসমূহে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় কোয়ারেন্টাইন সুবিধা তৈরি:** সীমান্তবর্তী স্থলবন্দরসমূহে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন রয়েছে যেখানে সকল Laboratory Facilities থাকলেও পর্যাপ্ত লোকবল না থাকায় Chattogram veterinary and Animal Sciences University এবং Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research এ বন্দরে আগত সকল প্রাণিসম্পদের ভারী ধাতু বা MBM পরীক্ষা করা হয়। আমদানি নীতিমালায় safety parameter, traceability, non-tariff barries অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে আমদানি নীতিমালায় safety parameter, traceability এবং non-tariff barriers অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-১০ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির অগ্রগতি: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন আন্তর্জাতিকমানের Quality Control Laboratory স্থাপিত হয়েছে। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা কার্যক্রম এবং এর ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা	Quality Control Laboratory থেকে প্রাপ্ত সকল পরীক্ষার ফলাফলের গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
আলোচ্য সূচি-১১ **কৃষি সেক্টর এবং প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা সংশোধন:** এফএও-র সহযোগিতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি সেক্টরের ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের আইন, বিধি ও নীতিমালার রিভিউ করে এর সীমাবদ্ধতা/অসঙ্গতিসমূহ (gaps) চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রিভিউ প্রতিবেদন পুস্তক/ডকুমেন্ট আকারে প্রস্তুত করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	কৃষি সেক্টর এবং প্রাণিসম্পদ সেক্টর এর আইন, বিধি ও নীতিমালার সীমাবদ্ধতা/অসঙ্গতিসমূহের (gap) রিভিউ প্রতিবেদন পুনরায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
আলোচ্য সূচি-১২ **নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ (ডিম, দুধ, মাংস) উৎপাদনে উত্তম চর্চার প্রয়োজন:** নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ তথা ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদনে উত্তম চর্চা অর্থাৎ GLP, GHP, GMP এর অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। খামার পর্যায়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ও গ্রোথ হরমোনের যৌক্তিক ব্যবহার, ঔষধের প্রত্যাহারকাল অনুসরণ, নিরাপদ পশুখাদ্য উৎপাদন এবং অনিবন্ধিত পশুকারখানার নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ের আলোকে প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চা প্রয়োগের বিষয়ে অধিদপ্তরের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। Good practices নীতিমালা প্রণয়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ২। ঔষধ প্রশাসনের নীতিমালা (প্রানীজ ঔষধের ক্ষেত্রে) সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-১৩ **অনিরাপদ মাংস আমদানি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর উদ্যোগ:** অনিরাপদ মাংস আমদানি বন্ধের বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা	অনিরাপদ মাংস আমদানি বন্ধের ক্ষেত্রে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-১৪ পশুখাদ্য ও মৎস্য খাদ্য উপকরণ MBM এর ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে মনিটরিং: MBM এর ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হয় এবং পাশাপাশি এন্টিবায়োটিক, ভারী ধাতু ও রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতিও পরীক্ষা করা হয়।	(১) Fish feed এবং Poultry feed এর Listed এবং Unlisted খাদ্য উৎপাদকের তালিকা প্রস্তুত করে মনিটরিং জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) শিল্প কারখানায় স্থাপিত Effluent treatment Plant সক্রিয় করণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন ভাবে Effluent treatment Plant স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩) শিল্প কারখানার দূষণ হ্রাস করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।
আলোচ্য সূচি-১৫ **বিবিধ:-১** আয়োডিন যুক্ত লবণ এর পরিবর্তে বাজারে সোডিয়াম সালফেট এর উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা	'আয়োডিন অভাবজনিত রোগপ্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯' এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের জন্য বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্তসমূহ
বিবিধ:-২ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল দপ্তরের সমন্বয়ে Enforcement Coordination Committee গঠন এবং নিয়মিত এর সভা আহবান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা	Enforcement Coordination Committee গঠনের নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বিবিধ:-৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর জেলা প্রশাসক কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমের Traceability নির্ধারণ, উৎপাদনকালীন সকল রেকর্ড সম্বলিত Calendar প্রস্তুতকরণ এবং রেজিষ্টারভুক্তকরণের পদ্ধতিকে অন্যান্য সকল জেলায় বা অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে অনুরোধ করেন।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত):

সভা নং	সভার তারিখ
প্রথম সভা	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় সভা	১৮ মে ২০১৭
তৃতীয় সভা	০১ নভেম্বর ২০১৭
চতুর্থ সভা	০২ ডিসেম্বর ২০১৮
পঞ্চম সভা	০৮ আগস্ট ২০১৯
ষষ্ঠ সভা	২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার

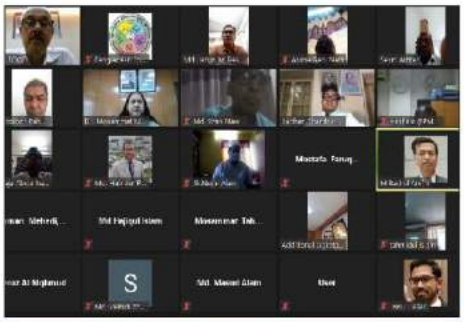

করোনাকালে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশেষ সভায় উপস্থিত মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, খাদ্য সচিবসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টজন

৩.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি:

জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে "নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে (২০২০-২১) জেলা পর্যায়ে উক্ত কমিটিতে সদস্য-সচিব হিসেবে জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে এ অর্থবছরে অনেক বিভাগ, জেলা ও উপজেলাতেই সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তবে নওগাঁ জেলায় 'জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' এর একটি সভা হয়েছে।

৩.৩ কারিগরী কমিটি / Technical working group:

নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭ এর ধারা ০৩ এর (০২) মোতাবেক নিম্নোক্ত ০৮টি বিষয়ের কারিগরি কমিটি গঠন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ৮ টি কারিগরী কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিটিগুলো হচ্ছে-

ক্রমিক নং	কারিগরী কমিটির নাম
(ক)	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)
(খ)	কীট নাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Pesticides & Antibiotics Residues)
(গ)	জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য বিষয়ক (Genetically Modified Organisms and Foods)
(ঘ)	জৈবিক ঝুঁকি (Biological Risk and Biosecurity) বিষয়ক
(ঙ)	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Contaminants in The Food Chain)
(চ)	মোড়ক পরিচিতি বিষয়ক (Labeling and packaging)
(ছ)	নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিষয়ক
(জ)	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

ক) কারিগরি কমিটি গঠন ও পুনঃ গঠন বিষয়ক:

"কারিগরি কমিটি গঠন ও পুনঃ গঠন বিষয়ক সভায়" উপরোক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে ০৬টি বিষয়ের (ক-চ) কারিগরি কমিটি গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (আইন ও নীতি) এর সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক গঠন করা হয় এবং তা ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। প্রতিটি কারিগরি কমিটি ০৭ থেকে ০৯ সদস্য নিয়ে গঠিত এবং কমিটির মেয়াদকাল ০৪ বছর। কমিটির সদস্যগণ একাধিকক্রমে ০২ মেয়াদের অধিক একই কমিটিতে এবং একই সময়ে ০২টির অধিক কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকতে পারে না।

কারিগরী কমিটির সদস্য বৃন্দের তালিকা:

ক্রমিক নং	কারিগরী কমিটির নাম	সদস্যগণের নাম ও পদবি
(ক)	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	**১। Dr. Md. Borhan Uddin,** Prof. (retd), Department of Food Technology & Rural Industries, Bangladesh Agricultural University **২। Dr. Md. Zahurul Hoque,** Director (retd), Institute of Food Science & Technology (IFST), BCSIR **৩। Dr. Md. Humayun Kabir,** Director (rtd) BSTI and Ex. DG. SARSO **৪। Dr. Abu Torab Md. Abdur Rahim, Professor,** Institute of Nutrition and Food Science, DU **৫। Dr. Ismail Hossain,** Professor, Department of Fisheries, BAU **৬। Dr. Shahnila Ferdousi,** Professor, Dhaka medical College & Head, Food safety Laboratory, IPH **৭। Dr. Mala Khan,** Director, Designated Reference Institute for Chemical Measurement, BCSIR **৮। Dr. Miaruddin,** Chief Scientific officer, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) **৯। Prof. Dr. Md. Samsuddin,** Redd. Prof. BAU and V.C. German University
(খ)	কীট নাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Pesticides & Antibiotics Residues)	**১। Dr. Atiq Rahman,** Executive Director of BCAS **২। Akhter Hossain Chowdhury** Professor, Department of Agriculture Chemistry Bangladesh Agricultural University (BAU) **৩। Dr. Md. Mahbubur Rahman** Project Coordinator, Emerging Infections Infectious Diseases Division, ICDDR-B **৪। Dr. MD. Mehedi Hasan** Director (retd) Department of livestock **৫। Dr. Sk. Nazrul Islam** Professor & Director Institute of Nutrition and Food Science (INFS), DU **৬। Dr. Sultan Ahmed** Principal scientific officer Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur

ক্রমিক নং	কারিগরী কমিটির নাম	সদস্যগণের নাম ও পদবি
		৭। Dr. Kamrul Hasan Professor, Department of Horticulture Bangladesh Agricultural University (BAU) **৮। Dr. Shamshad B. Quraisi** Chief scientific officer Bangladesh Atomic Energy commission **৯। Nittya Ranjon Biswas** Add. DG (Retd), Department of Fisheries
(গ)	জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য বিষয়ক (Genetically Modified Organisms and Foods)	**১। Dr. Imdadul Hoque,** Professor, Department of Botany and Dean, Faculty of Biological Sciences. University of Dhaka. **২। Mr. Soliaman Haider,** Director, Department of Environment and Member Secretary, Biosafety, Core Committee (BCC), DoE **৩। Dr. Aporna Islam,** Associate Professor, Department of Biotechnology, BRAC University and Country manager, South Asia Biosafety Program (SABP) **৪। Dr. Zeba Islam Seraj,** Professor, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Dhaka **৫। Dr. Yusuf Akand,** Principal Scientific Officer, Biotechnology Division, Bangladesh Agricultural esearch Institute (BARI) **৬। Dr. Shahidul Islam,** Professor, Department of Biotechnology, Bangladesh Agricultural University (BAU) **৭। Dr. Md. Aziz Zillani Chowdhury,** Member Director (Crops), Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) **৮। Professor Dr. Md. Ashraful Hoque,** Department of Genetic Engineering and Plant Breeding, Bangladesh Agricultural University
(ঘ)	জৈবিক ঝুঁকি (Biological Risk and Biosecurity) বিষয়ক	**১। Dr. Md Abdul Malek,** Professor, Department of Microbiology, University of Dhaka **২। Dr. Latiful Bari,** Principal Scientific Officer, Center for Advance Research and Studies (CARS), University of Dhaka

ক্রমিক নং	কারিগরী কমিটির নাম	সদস্যগণের নাম ও পদবি
		৩। **Dr. Zahid Hayat Mahamud,** Head of Environmental lab, International Centre for Diarrhoeal, Disease Research, Bangladesh (ICDDR-B) ৪। **Dr. Shamima Begum,** Professor, Department of Microbiology, Jagannath University, Dhaka ৫। **Professor Dr. Mozibur Rahman,** Department of Microbiology, University of Dhaka ৬। **Dr. Md. Tanvir Rahman,** Professor, Department of Microbiology and Hygiene, Bangladesh Agricultural University (BAU) ৭। **Dr. Asadul Ghani,** Head Biosafety, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR-B). ৮। **Dr. Ali Azam Talukder,** Professor, Department of Microbiology, Jahangirnagar University.
(ঙ)	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Contaminants in The Food Chain)	১। **Mr. Golam Rahman,** Chairman, Consumer Association of Bangladesh (CAB) ২। **Dr. Emdadul Hoque,** Professor, Department of Botany & Dean, Biological Faculty, Dhaka University ৩। **Dr. Shah Monir Hossain,** Director General (Retd), Directorate General of Health Services. ৪। **Dr. Abdul Malek,** Professor, Department of Microbiology, Dhaka University ৫। **Dr. Md. Mokhlesur Rahman,** Professor, Dept. of Agricultural Chemistry, Bangladesh Agriculutural University. ৬। **Dr. Husna Parveen,** Director (Retd), Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research (BCSIR) ৭। **Dr. Aynul Hoque,** Director (Research), Department of livestock ৮। **Dr. Giash Uddin,** Chief Scientific Officer, Bangladesh livestock Research Institute (BLRI)

ক্রমিক নং	কারিগরী কমিটির নাম	সদস্যগণের নাম ও পদবি
		৯। Dr. Iqbal Rouf Mamun, Professor, Department of Chemistry, DU & Former Member, BFSA.
(চ)	মোড়ক পরিচিতি বিষয়ক (Labeling and packaging)	**১। Ms. Majeda Begum,** Retd. Director & Member, BCSIR, Former Member, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) **২। Engr. Liaqual Ali,** Former Director BSTI, & Ex. DG, Bangladesh Accreditation Board (BAB) **৩। Dr. Shah Mustafizur Rahman,** Head Food safety Unit, Institute of Public Health (IPH), Directorate General of Health **৪। Mr. Golam Rahman,** Former Secretary, Government of Bangladesh and Chairman, Consumers Association of Bangladesh (CAB) **৫। Mr. Nurul Afsar,** Former Director, General of Food and Former NTL, FAO Project **৬। Director CM/Standard of BSTI,** to be nominated by DG Bangladesh Standards & Testing Institution (BSTI) **৭। Mr. Moinul Hoque,** Retd Add. Sec. and Former Member, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) **৮। Dr. Mozammel Hoque,** Professor, Department of Food and Tea Technology, Shahjalal University of Science and Technology (SUST)
(ছ)	নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিষয়ক	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) কারিগরী কমিটির সাচিবিক সহায়তা:

কারিগরি কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব ও বিকল্প দায়িত্ব পালনের জন্য বিগত ০৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ১৩.০২.০০০০.৫০৬.০৬.০০৩.১৬-১১ স্মারকের মাধ্যমে আদেশ জারি করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং কমিটিতে তাদের প্রাথমিক ভূমিকা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্মতি নেয়া হয়েছে।

সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী সদস্যদের নামের তালিকা:

ক্র. নং	কমিটির নাম	সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার নাম	সহযোগী বিকল্প কর্মকর্তার নাম
ক.	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	জনাব আবদুর রহমান পরিচালক (জনসচেতনতা, ঝুঁকি বিভাগ ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা)	জনাব মোঃ শওকত হোসেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
খ.	কীট নাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Pesticides & Antibiotics Residues)	বি.এম. মশিউর রহমান উপ-পরিচালক	জনাব মো: তাইফ আলী গবেষণা কর্মকর্তা
গ.	জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য বিষয়ক (Genetically Modified Organisms and Foods)	জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক	মোসাঃ নাজনীন আক্তার জৈনিক কর্মকর্তা
ঘ.	জৈবিক ঝুঁকি (Biological Risk and Biosecurity) বিষয়ক	ড. সহদেব চন্দ্র সাহা পরিচালক (প্রয়োগ ও প্রতিপালন)	জনাব আহমদ সালমান সিরাজী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ঙ.	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Contaminants in The Food Chain)	ড. মোহাম্মদ মুসলিম পরিচালক (খাদ্য পরীক্ষাগার)	জনাব শাওরিন ইসলাম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
চ.	মোড়ক পরিচিতি বিষয়ক (Labeling and packaging)	জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক	জনাব সুমেন মজুমদার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

গ) কারিগরী কমিটির সভা ও কর্মপরিধি:

কমিটিগুলোর বছরে কমপক্ষে ৩ টি সভার বিধান থাকলেও করোনা মহামারী জনিত কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঙ্খিত সভা করা যায় নি। তাছাড়া কমিটিগুলোর কার্যপরিধি পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৪ অন্যান্য কমিটি:

কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা-১৮ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বেশ কিছু কমিটি গঠন করেছে। যেমন- আইন সংশোধন কমিটি, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, স্পেসিফিকেশন কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, ব্যয় নির্ধারণ কমিটি, মালামাল বুঝে নেয়া কমিটি, কারিগরী স্পেসিফিকেশন কমিটি, জনবল নিয়োগ কমিটি, দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ইত্যাদি।

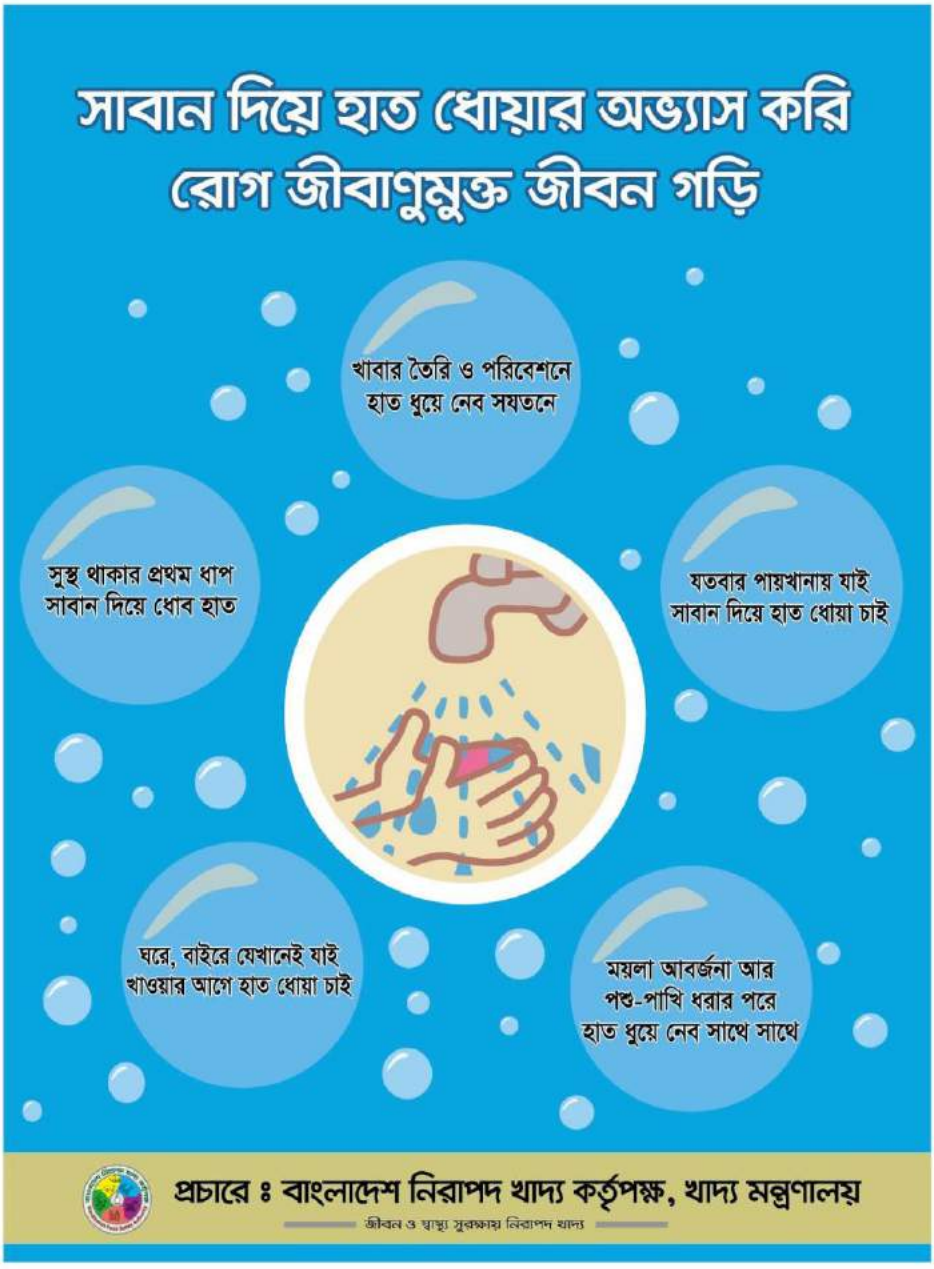
সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করি
রোগ জীবাণুমুক্ত জীবন গড়ি
খাবার তৈরি ও পরিবেশনে
হাত ধুয়ে নেব সযতনে
সুস্থ থাকার প্রথম ধাপ
সাবান দিয়ে ধোব হাত
যতবার পায়খানায় যাই
সাবান দিয়ে হাত ধোয়া চাই
ঘরে, বাইরে যেখানেই যাই
খাওয়ার আগে হাত ধোয়া চাই
ময়লা আবর্জনা আর
পশু-পাখি ধরার পরে
হাত ধুয়ে নেব সাথে সাথে
প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

৪.০ কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম:

৪.১ নব নিয়োগ:

২০২০-২১ অর্থবছরে জনবল নিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ অনুমোদিত হয়ে গেজেট আকারে জারি হয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৯ম গ্রেডের নবনিয়োগপ্রাপ্ত ৯৩ জন জনবল ইতোমধ্যে যোগদান করে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। প্রতিটি জেলায় নিরাপদ খাদ্য অফিসার পদায়ন করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ১৩-১৬ গ্রেডে ব্যক্তিগত সহকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, অফিস সহকারী ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ৬৩ জন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কাজে যোগদান করেন। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ১৭ থেকে ২০ গ্রেডে ১২৩ জন কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। শূন্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেড ভিত্তিক নিয়োগের পরিসংখ্যান-

গ্রেড	পদের নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
৯ম	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	১ জন	
	খাদ্য বিশ্লেষক	১ জন	
	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	৬৬ জন	
	সহকারী পরিচালক	৬ জন	
	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৮ জন	
	মনিটরিং অফিসার	৫ জন	
	গবেষণা কর্মকর্তা	২ জন	
	আইন কর্মকর্তা	১ জন	
	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১ জন	
	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১ জন	
	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ জন	
	৯ম গ্রেড মোট=	৯৩ জন	
১৩	হিসাবরক্ষক	১ জন	
১৪	ব্যক্তিগত সহকারী	২ জন	
১৪	সহকারি গ্রন্থাগারিক	১ জন	
১৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১১ জন	
১৬	হিসাব সহকারী	১ জন	
১৬	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩ জন	
১৬	ক্যাটালগার	১ জন	
১৬	অভ্যর্থনাকারী	১ জন	
১৬	নমুনা সংগ্রহকারী	৪২ জন	
	১৩- ১৬ তম গ্রেড মোট	৬৩ জন	
	গাড়ী চালক	২০ জন	আউটসোর্সিং
	অফিস সহায়ক	৯৯ জন	আউটসোর্সিং
	নিরাপত্তা প্রহরী	২ জন	আউটসোর্সিং
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ জন	আউটসোর্সিং
	আউটসোর্সিং মোট	১২৩ জন	
	সর্বমোট=	২৭৯ জন	

৪.২ কর্তৃপক্ষের তহবিল

নিরাপদ খাদ্য আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একটি নিজস্ব তহবিল রয়েছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষের খাতওয়ারী আয় বিবরণী:

ক্রমিক	খাতের বিবরণ	আয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১.	মোবাইল কোর্ট (কর্তৃপক্ষের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক)	২১২.০০	
২.	টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় ও অন্যান্য	১.৮১	
৩.	মোবাইল কোর্ট (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক)	২৯৮.৪০	জেলা হতে চালানের মাধ্যমে সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়
	সর্বমোট	৫১০.৪২	

৪.৩ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষের খাতওয়ারী প্রাপ্তি বাজেট বিবরণী:

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	প্রাপ্তি বাজেট (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত প্রাপ্তি/ তিন কিস্তিতে উত্তোলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	বেতন বাবদ সহায়তা	৩১১১১০১	৭২৭	৭২৭	৫৪৬
২.	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০২	৬০৭	৬০৩	৪৫৩
৩.	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০৩	২৫৫৯	২২১৫	১৭৭২
৪.	গবেষণা অনুদান	৩৬৩১১০৮	০	২১	১০
৫.	যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৬৩২১০২	১৩০	৬৫	৬৫
৬.	যানবাহন অনুদান	৩৬৩২১০৩	৫০০	০	০
৭.	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৩৬৩২১০৫	১০৭	১২০	৮৭
৮.	অন্যান্য মূলধন অনুদান	৩৬৩২১০৬	১০০	১৩৫	৯৩
	সর্বমোট		৪৭৩০	৩৮৮৬	৩০২৬

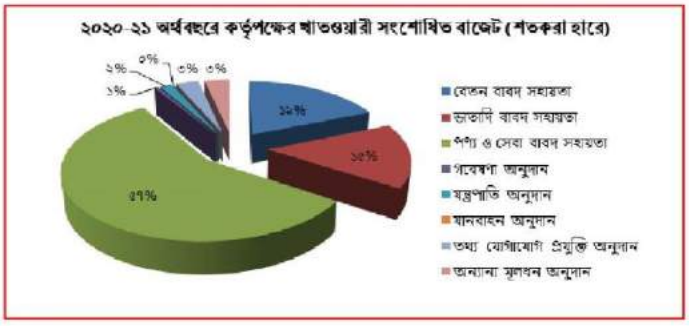

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষের খাতওয়ারী ব্যয় বিবরণী:

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয়
১.	বেতন বাবদ সহায়তা	৩১১১১০১	৭২৭	৪২০.৮৪
২.	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০২	৬০৩	৩৫২.৮১
৩.	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০৩	২২১৫	১৩৪৯.০২
৪.	গবেষণা অনুদান	৩৬৩১১০৮	২১	০
৫.	যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৬৩২১০২	৬৫	৫৫.৬৪
৬.	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৩৬৩২১০৫	১২০	১০৬.৪২
৭.	অন্যান্য মূলধন অনুদান	৩৬৩২১০৬	১৩৫	১৩৪.৩০
	সর্বমোট		৩৮৮৬	২৪১৯.০৩

৪.৪ হিসাব ও নিরীক্ষা

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরত্বপূর্ণ এই কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০২০-২১ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১	১৭	২১.২৮	১৬	০	০	১৭	২১.২৮

মন্তব্য	• ১৬ টি অডিট আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে (২০,৬৯,২২,০০৩/=) যা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। • ১ টি অডিট আপত্তির জবাব (৫৮,৯০,০০০ টাকা) প্রেরণ বাকি রয়েছে, যা নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮ পালন সংক্রান্ত। প্রতিনিয়ত জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে তাগিদ প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪.৫ ক্রয় বাস্তবায়ন

কর্তৃপক্ষ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বছরব্যাপী বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষের ক্রয় বিবরণী:

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	১৩৪	
২	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক	৪১১২২০২	১০৫	
৩	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদী	৪১১২২০১	১	
৪	অফিস সরঞ্জামাদী	৪১১২৩১০	২০	
৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদী	৪১১২৩০৩	৩৬	
৬	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	৫	
৭	ষ্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	৩২৫৫১০৫	৩৪	
৮	আউটসোসিং	৩২১১১৩১	১৯০	
৯	টেস্টিং ফি	৩২২১১০৫	৪১	
১০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩২১১১২৫	৩৬০	
১১	বইপত্র ও সাময়িকী	৩২১১১২৭	৪	
১১	পেট্রোল,ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৩২৪৩১০১	৪১	
১১	ব্যবহার্য সামগ্রী	৩২৫৬১০৩	২০	
১১	অনুষ্ঠান /উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	১১৮	
১১	পেশাগত ফি	৩৬৩১১০৩	২১	
১২	আইনি সংক্রান্ত	৩২১১১১০	২০	
	মোট		১১৫০	

৪.৬ কর্তৃপক্ষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন সংক্রান্ত

আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের অস্থাবর সম্পদের বিবরণী:

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
১	কম্পিউটার	১৪
২	ল্যাপটপ	৮
৩	প্রিন্টার	১৪
৪	টেলিফোন	১৩
৫	ইন্টারকম	১৩
৬	অফিস চেয়ার (বড়)	১২
৭	চেয়ার	১৮৪
৮	অফিসার টেবিল (সাইজ ৭'/৩")	০৭
৯	অফিসার টেবিল (সাইজ ৫'×৩"/২'×৬.৫")	০৫
১০	টেবিল (সাইজ ৩'X ৮" /২'X৩")	২৫
১১	সোফা সেট	০৯
১২	টি টেবিল	০৬
১৩	স্টিলের কেবিনেট	২৬
১৪	কাঠের বুক সেলফ	১৩
১৫	কাঠের কেবিনেট	০৪
১৬	ঘড়ি	১৬
১৭	সিলিং ফ্যান	২৭
১৮	স্ট্যান্ড ফ্যান	০৪
১৯	অনার বোর্ড	০৬
২০	ইউ পি এস	১৪
২১	কম্পিউটার টেবিল	১১
২২	কাপ	২১
২৩	হাফ পিরিচ	২৩
২৪	ফুল পেট	১৫
২৫	হাফ পেট	১৫
২৬	টি ট্রে	০৩
২৭	বাতি	০৬
২৮	চামচ	৭১
২৯	এসি	২১
৩০	ক্যালকুলেটর	১৪
৩১	মাল্টিপাগ	২১
৩২	ইলেক্ট্রিক কেটলি	০৩
৩৩	লাইট	২৮
৩৪	টিভি	০৮

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
৩৫	হ্যাঙ্গার স্ট্যান্ড	০৫
৩৬	প্রোজেক্টর	০৪
৩৭	ফ্যাক্স	০২
৩৮	ফটোকপি মেশিন	০১
৩৯	মউথ স্পিকার	১৫
৪০	সাউন্ড বক্স	০২ সেট
৪১	ট্রলি ড্রয়ার	২২
৪২	কনফারেন্স টেবিল	০২
৪৩	ওয়ার্ক স্টেশন	৬৬
৪৪	সিন্দুক	০১
৪৫	স্টিলের তাক	০৩

যানবাহন সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা	ব্যবহারকারী
০১	পাজেরো স্পোর্টস জীপ	০১ টি	চেয়ারম্যান
০২	মিতসুবিশি ল্যান্সার কার	০৫ টি	৪ টি সদস্য ও ১ টি সচিব
০৩	টয়োটা হায়েচ মাইক্রোবাস	০৩ টি	পুলের
০৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	০১ টি	পুলের
০৫	মোবাইল ল্যাবরেটরী ভ্যান	০১ টি	মোবাইল কোর্টের কাজে সহায়তার জন্য
০৬	জীপ (এফএও এর আইএফএস-বি প্রকল্প হতে প্রাপ্ত)	০৩ টি	TO & E ভুক্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
	মোট গাড়ী	**১৪ টি**	

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের স্থাবর সম্পদের বিবরণী:

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	মন্তব্য
	কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোন স্থাবর সম্পদ নেই।		

৪.৭ কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় পরিবর্তন:

প্রতিষ্ঠার সময় কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় খাদ্য ভবনে স্থাপন করা হলেও কিছুদিন পরেই কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অস্থায়ীভাবে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে (৭১-৭২ ইস্কাটন রোড, ঢাকা) স্থানান্তর করা হয়। এ অর্থবছরে (২০২০-২১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অস্থায়ীভাবে বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, শাহবাগ, ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। বিগত ০১ মে ২০২১ হতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নতুন ঠিকানায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের নতুন ঠিকানা-

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার পার্শ্বে)
ভবন-২ (লেভেল-৫, ৬),
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

৪.৮ কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয় স্থাপন:

এই অর্থবছরে (২০২০-২১) কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিটি জেলায় অফিস স্থাপন। নিরাপদ খাদ্য অফিসারকে অফিস প্রধান করে প্রতিটি জেলায় ইতোমধ্যে ভাড়ায় অফিস নেয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ স্ব স্ব জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার সাথে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া উপজেলা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এছাড়া ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একজন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ৭ টি বিভাগীয় মেট্রোপলিটন এলাকায় ৭ জন নিরাপদ খাদ্য অফিসারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে জনবল কাঠামো নিম্নে দেয়া হলো

ক্রমিক	পদের নাম	ঢাকা মেট্রোপলিটন কার্যালয়	জেলা কার্যালয়	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড	মন্তব্য
		পদ সংখ্যা	পদ সংখ্যা		
০১	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	০১	০১	গ্রেড-৯	
০২	নমুনা সংগ্রহকারী	০১	০১	গ্রেড-১৬	
০৩	অফিস সহায়ক	০১	০১		আউটসোর্সিং

৪.৯ নথি শ্রেণিবিন্যাস ও বিনষ্টকরণ:

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসারে দাপ্তরিক সকল নথি শ্রেণিবিন্যাস করা হয় এবং শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণের জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে গত ২৯ জুন ২০২১ কার্যদিবসে বিভিন্ন দপ্তর থেকে ৮ টি নথি চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতি সাপেক্ষে বিনষ্ট করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৩-১৬তম গ্রেডের কর্মচারীদের যোগদান অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিয়াম প্রধান কেন্দ্র ঢাকার প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

বিয়াম আঞ্চলিক কেন্দ্র
কক্সবাজারে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিয়াম আঞ্চলিক কেন্দ্র বগুড়ার প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

পরিবর্তিত প্রধান কার্যালয়
বিএসএল অফিস কমপেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৫, ৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

৬৪ জেলায় স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয় (রাজশাহী জেলা কার্যালয়ের চিত্র)।

কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে গত ২৯ জুন ২০২১ তারিখে শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ।

৫.০ কর্তৃপক্ষের বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন ও বিচারিক কার্যক্রম:

৫.১ আইন সংশোধন

৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৪২-তম বোর্ডসভার আলোচ্য সূচি-৩ এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৭ (সাত) সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে, এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২ বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞজন এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করে।

ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়নকৃত বিধিমালা তালিকা:

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি ২০১৯	১৬ জানুয়ারি ২০১৯
২	নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭	২৭ আগষ্ট ২০১৭	০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪	২৩ অক্টোবর ২০১৪	২৯ অক্টোবর ২০১৪

খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়নকৃত প্রবিধানের তালিকা:

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
২	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীদের বাধ্যবাধকতা প্রবিধানমালা, ২০২০	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০	২৭ ডিসেম্বর ২০২০
১	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯	০৫ আগষ্ট ২০১৯	০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৩	নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৩ অক্টোবর ২০১৮
৪	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮	২২ জুলাই ২০১৮	১১ আগষ্ট ২০১৮
৫	নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭	০৭ জুন ২০১৭	১০ জুলাই ২০১৭
৬	নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৯ এপ্রিল ২০১৭	৯ মে ২০১৭
৭	খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৫ মার্চ ২০১৭
৮	খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৫ মার্চ ২০১৭

গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিধি-প্রবিধানের তালিকা যা চূড়ান্ত প্রকাশের অপেক্ষায়

ক্রমিক	শিরোনাম	মন্তব্য
১	নিরাপদ খাদ্য (প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা, ২০২০	বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশের অপেক্ষায়

ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়নকৃত খসড়া বিধি-প্রবিধানের তালিকা যা অংশীজনের মতামতের জন্য নির্ধারিত

ক্রমিক	শিরোনাম	অগ্রগতি পর্যায়
১	নিরাপদ খাদ্য (অণুজীবীয় দূষক নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১	আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে
২	নিরাপদ খাদ্য (হোটেল/রেস্তোরাঁ) প্রবিধানমালা, ২০২১	আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে
৩	খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১	অংশীজনের সাথে আলোচনা চলমান
৪	নিরাপদ খাদ্য (বিজ্ঞাপন) প্রবিধানমালা, ২০২১	অংশীজনের সাথে আলোচনা চলমান

৫.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত খসড়া আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মতামত প্রদান

কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত খসড়া আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতির বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকে।

বিগত অর্থবছরে (২০২০-২১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মতামত প্রদানকৃত আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতি/গাইডলাইনের তালিকা

ক্রমিক	শিরোনাম	সংস্থার নাম	মতামত প্রেরণের তারিখ
১.	আমদানি নীতি আদেশ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪ ডিসেম্বর ২০২০
২.	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১ জুন, ২০২১
৩.	জাতীয় লবণনীতি ২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৩ জুন, ২০২১
৪.	খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২০	খাদ্য মন্ত্রনালয়	২৪ জুন, ২০২১
৫.	খাদ্যদ্রব্য (বিশেষ আদালত) আইন, ২০২০	খাদ্য মন্ত্রনালয়	৩০ জুন, ২০২১

৫.৩ মোবাইল কোর্টের বিবরণ:

মনিটরিং-ই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণের একমাত্র মাধ্যম নয়। কারণ অনেকেই আছেন যাদের বিভিন্ন সংশোধনমূলক পরামর্শ দেয়া হলেও তারা সেটা বাস্তবায়ন করেন না। অথবা অতিমুনাফা লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্যে ভেজাল দেয়া বা অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করে ভোক্তাদের ঠকানোর কাজে সম্পৃক্ত আছেন। তাদের বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট প্রয়োগ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এজন্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা পর্যায়ে জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল-

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	অর্থদন্ডের পরিমান (লক্ষ টাকা)	দন্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা (জন)	কারাদন্ড (জন)
কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক	১৬২	১৫৭	২১২.০০	১৫৭	০০
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত	১৩৬৮	২৭১৩	২৯৮.৪২	২,০৪২	১৩১
সর্বমোট	১৫৩০	২৮৭০	৫১০.৪২	২১৯৯	১৩১

৫.৪ বিগত বছরসমূহের সাথে আলোচ্য বছরে সম্পাদিত মোবাইল কোর্টের তুলনামূলক চিত্র:

ক) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: (তুলনামূলক চিত্র)

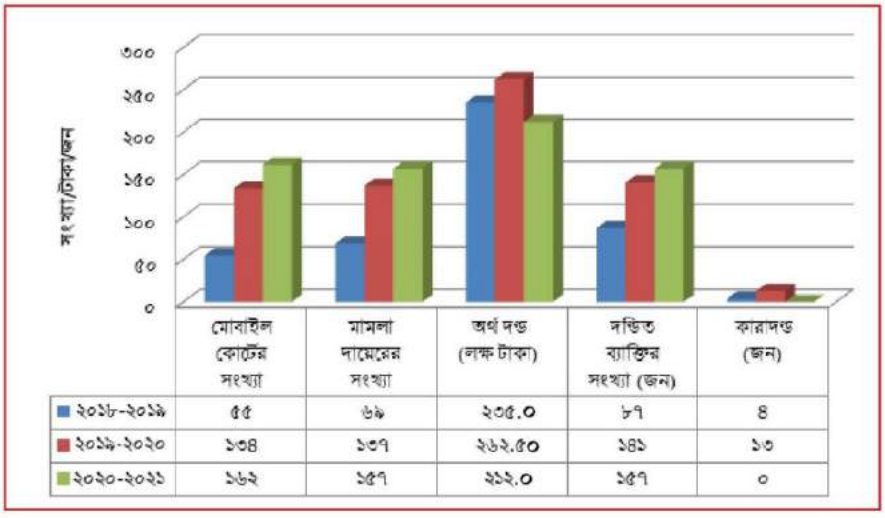

	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলা দায়েরের সংখ্যা	অর্থ দন্ড (লক্ষ টাকা)	দন্ডিত ব্যাক্তির সংখ্যা (জন)	কারাদন্ড (জন)
২০১৮-২০১৯	৫৫	৬৯	২৩৫.০	৮৭	৪
২০১৯-২০২০	১৩৪	১৩৭	২৬২.৫০	১৪১	১৩
২০২০-২০২১	১৬২	১৫৭	২১২.০	১৫৭	০

সর্বমোট	৩৫১	৩৬৩	৭০৯.৫০	৩৮৫	১৭

খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: (বছর ভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র)

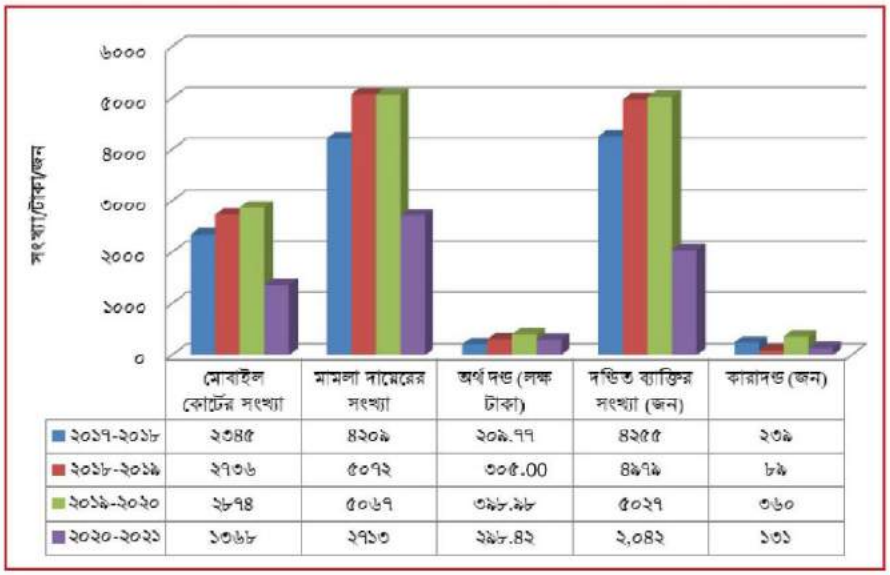

	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলা দায়েরের সংখ্যা	অর্থ দণ্ড (লক্ষ টাকা)	দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা (জন)	কারাদণ্ড (জন)
২০১৭-২০১৮	২৩৪৫	৪২০৯	২০৯.৭৭	৪২৫৫	২৩৯
২০১৮-২০১৯	২৭৩৬	৫০৭২	৩০৫.০০	৪৯৭৯	৮৯
২০১৯-২০২০	২৮৭৪	৫০৬৭	৩৯৮.৯৮	৫০২৭	৩৬০
২০২০-২০২১	১৩৬৮	২৭১৩	২৯৮.৪২	২,০৪২	১৩১

সর্বমোট	৯৩২৩	১৭,০৬১	১২১২.১৭	১৬,৩০৩	৮১৯

৫.৫ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিবরণ:

অধিকতর অপরাধ কিংবা অপরাধী উপস্থিত না পাওয়া গেলে দায়িত্বরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা কর্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিয়মিত মামলা দায়ের করেন। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রতিপালন না করা এবং খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে ২০২০-২১ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য আইনে ০৫ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নিম্নে চলমান নিয়মিত মামলার বিবরণ দেয়া হলো-

বিগত বছরের ক্রমপুঞ্জিত মামলার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	চলমান মোট মামলার সংখ্যা
২৪৭	০৫	১০	২৪২

৫.৬ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার বিবরণ:

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আপীল করে থাকেন কিংবা জেলা ও দায়রা জজ বরাবর আপীল করেন। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক সময় মহামান্য হাইকোর্টেও মামলা/রীট দায়ের করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট মামলাসমূহ পরিচালনা করার জন্য ৬ জনের ১ টি আইনজীবীর বিশেষজ্ঞ প্যানেল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোবাইল কোর্টের বিষয়ে দায়েরকৃত আপীল মামলার বিবরণ:

আপীল আদালত	বিগত বছরের ক্রমপুঞ্জিত মামলার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	পক্ষে রায় / আদেশ	বিপক্ষে রায় / আদেশ	চলমান মোট মামলার সংখ্যা
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	-	-	-	-	-	-
জেলা ও দায়রা জজ আদালত	০২	০০	০০	০০	০০	০২
মোট	০২	০০	০০	০০	০০	০২

খ) ২০২০-২১ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার বিবরণ:

আপীল আদালত	বিগত বছরের ক্রমপুঞ্জিত মামলার সংখ্যা	আলোচ্য বছরে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	পক্ষে রায় / আদেশ	বিপক্ষে রায় / আদেশ	চলমান মোট মামলার সংখ্যা
নিরাপদ খাদ্য আইন বিষয়ে রীট মামলা	১৬	০০	০০	০০	০০	১৬
অন্যান্য বিষয়ে রীট মামলা	-	-	-	-	-	-
মোট	১৬	০০	০০	০০	০০	১৬

৫.৭ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ / নির্দেশনা বাস্তবায়ন:

ক) পাস্তুরিত তরল দুধ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন:

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ প্রতিপালনার্থে নিরাপদ পাস্তুরিত তরল দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত গত ১৩ জানুয়ারি ২০২১ পাস্তুরিত তরল দুধ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাস্তুরিত তরল দুধের প্যান্ট ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন ও মনিটরিং করার লক্ষ্যে দুইটি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়। কিন্তু কোভিড -১৯ মহামারির কারণে সরেজমিন পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

খ) সুপারশপে আমদানিকৃত মহিষ ও দুম্বার মাংস সংক্রান্ত পরিদর্শন কার্যক্রম:

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলা নং- ৭৩৪৩/২০১৮ (আদেশের তারিখ: ১৪ মার্চ ২০১৯ খ্রি.) এর আদেশ প্রতিপালনে বিগত ২৮ জুলাই, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম. শান্তনু চৌধুরী এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব রেজওয়ান-উল-ইসলাম কর্তৃক "স্বপ্ন", পান্থপথ শাখা এবং "স্বপ্ন", মনিপুরী পাড়া শাখায় মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্বপ্ন আউটলেট পরিদর্শনকালে কোন প্রকার দুম্বা বা মহিষের পঁচা মাংস পাওয়া যায়নি। এছাড়া গত ১৭ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মনিটরিং অফিসার জনাব ইসফাক ওয়াহেদ বিন রহিম এবং নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক জনাব মোহাং কামরুল হাসান কর্তৃক "মীনা বাজার", ধানমন্ডি-৯ এবং "স্বপ্ন", ধানমন্ডি-২৭ আউটলেট দুটিতে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উভয় আউটলেটে আমদানিকৃত দুম্বা ও মহিষের মাংসের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। উভয় কর্তৃপক্ষ তাদের আউটলেটে আমদানিকৃত দুম্বা ও মহিষের মাংস বিক্রি করে না বলে জানান। উল্লেখ্য, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম ছিল না। পরবর্তীতে মেয়াদোত্তীর্ণ দুম্বা ও মহিষের মাংস (আমদানিকৃত) জব্দকরণ সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট মামলা নম্বর- ৭৩৪৩/২০১৮ এর আদেশ প্রতিপালনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিত মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের দুম্বা ও মহিষের মেয়াদোত্তীর্ণ মাংস বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের রিপোর্ট:

পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকৃত সুপার শপ	পরিদর্শনকৃত সুপার শপের সংখ্যা	মন্তব্য
২৭-০৭-২০২০	স্বপ্ন, পান্থপথ।	০১	আউটলেট পরিদর্শনকালে কোন প্রকার দুম্বা বা মহিষের পঁচা মাংস পাওয়া যায়নি।
২৭-০৭-২০২০	স্বপ্ন, মনিপুড়ি পাড়া।	০১	আউটলেট পরিদর্শনকালে কোন প্রকার দুম্বা বা মহিষের পঁচা মাংস পাওয়া যায়নি।
১৭-১১-২০২০	মীনা বাজার, ধানমন্ডি-৯	০১	আউটলেটে আমদানিকৃত দুম্বা ও মহিষের মাংসের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সুপার শপ কর্তৃপক্ষ তাদের আউটলেটে আমদানিকৃত দুম্বা ও মহিষের মাংস বিক্রি করেন না বলে জানান।
১৭-১১-২০২০	স্বপ্ন, ধানমন্ডি-২৭	০১	আউটলেটে আমদানিকৃত দুম্বা ও মহিষের মাংসের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সুপার শপ কর্তৃপক্ষ তাদের আউটলেটে আমদানিকৃত দুম্বা ও মহিষের মাংস বিক্রি করেন না বলে জানান।
সর্বমোট=		০৪	

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হোটেল রেস্তোরাঁয় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও দূষিত খাবার ধ্বংসকরণ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

১২-০৬-২০২১ তারিখ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ওয়াহিদুজ্জামান এর নেতৃত্বে উত্তরায় অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁয় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

১৭-০৬-২০২১ তারিখ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শাহ্ মোঃ সজীব এর নেতৃত্বে গুলশানে অবস্থিত সুপারশপে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার এর সাথে মতবিনিময় সভা

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারশপে আমদানিকৃত মহিষ ও দুম্বার মাংস পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং অফিসারবৃন্দ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য ব্যবসায় ক্রয় বিক্রয় রশিদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থ যুক্ত খাদ্য গ্রহণ জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে দূষণ/ভেজাল এর উৎস নির্ধারণের জন্য খাদ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, খাদ্য মোড়কজাতকারী, খাদ্য ব্যবসায়ী ও গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ী বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০ এর 'বিধান-৫' এ বর্ণিত পদ্ধতিতে চালান বা রশিদ সংরক্ষণ করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

১) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক অন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকট হতে খাদ্য বা খাদ্যপণ্য গ্রহণ কিংবা খাদ্য বা খাদ্যপণ্য অন্য কোন ব্যবসায়ীকে প্রদানের সময় নিম্নবর্ণিত তথ্য চালান বা রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে।

ক) খাদ্য ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা;

খ) খাদ্য ব্যবসায়ীর নিবন্ধন নম্বর;

গ) খাদ্যের যথাযথ বিবরণ;

ঘ) খাদ্যের পরিমাণ;

ঙ) লট, ব্যাচ, চালান, শনাক্ত করিবার স্মারক ইত্যাদি;

চ) প্রতিটি লেনদেন/সরবরাহের তারিখ;

ছ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি;

২) উল্লিখিত তথ্য সম্বলিত চালান বা রশিদ সকল ক্রেতা ও বিক্রেতাকে খাদ্যপণ্যের মেয়াদোত্তীর্ণের পর ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস সংরক্ষণ করতে হবে।

যথাযথ পদ্ধতিতে রশিদ বা চালান সংরক্ষণে অবহেলা করা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা-৩৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর শাস্তি এক (১) বৎসর কারাদণ্ড বা চার (৪) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

৬.০ কর্তৃপক্ষের মনিটরিং কার্যক্রমঃ

৬.১ নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদানঃ

খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণ, মামলা দায়ের, মামলা পরিচালনায় সহায়তা ইত্যাদি কাজে ইতঃপূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৫৭১ জন, খাদ্য অধিদপ্তরের ৪০ জন, সিটি কর্পোরেশনের ৩১ জন ও পৌরসভাসমূহ হতে ৮৬ জন সর্বমোট ৭২৮ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে আরও ত্বরান্বিত করার স্বার্থে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর ৫১ (২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিগত ৯ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খাদ্য বিশ্লেষক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা, মনিটরিং অফিসার এবং সকল জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসারকে খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৬.২ খাদ্য স্থাপনা/খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাজার/সুপারশপ মল পরিদর্শন

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল নিয়মিত বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন। বিভিন্ন বিচ্যুতির জন্য বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনায় আইনের প্রয়োগের চাইতে নিয়মিত পরিদর্শন ও সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদানকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পরিদর্শন টিম বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন, পরামর্শ প্রদান এবং পরামর্শ প্রতিপালন বিষয়ে মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত রয়েছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শকগণ এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ কর্তৃক নিয়মিত খাদ্য স্থাপনা, হাট-বাজার ইত্যাদি পরিদর্শন করা হচ্ছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য স্থাপনা/খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রধান কার্যালয় হতে খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন	জেলা পর্যায়ে খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন	প্রধান কার্যালয় হতে খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	জেলা পর্যায়ে খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	মোট খাদ্য স্থাপনা/ খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
১৬৮	১৯,৭৯৬	০৫	০	১৯,৯৬৯

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজার/সুপার শপ পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রধান কার্যালয় হতে বাজার পরিদর্শন	জেলা পর্যায়ে বাজার পরিদর্শন	প্রধান কার্যালয় হতে সুপার শপ পরিদর্শন	জেলা পর্যায়ে সুপার শপ পরিদর্শন	মোট বাজার/ সুপার শপ পরিদর্শন
৪	০	১৮	০	২২

গ) প্রধান কার্যালয় হতে সুপার শপ পরিদর্শনের সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	মনিটরিং সংখ্যা
১.	জুলাই, ২০২০	০৩
২.	আগস্ট, ২০২০	০৪
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২০	০১
৪.	অক্টোবর, ২০২০	০০
৫.	নভেম্বর, ২০২০	০৩
৬.	ডিসেম্বর, ২০২০	০০
৭.	জানুয়ারি, ২০২১	০৫
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	০২
৯.	মার্চ, ২০২১	০০
১০.	এপ্রিল, ২০২১	০০
১১.	মে, ২০২১	০০
১২.	জুন, ২০২১	০০
	মোট =	১৮

৬.৩ হোটেল ও রেস্তোরাঁয় গ্রেডিং করে স্টিকার প্রদান:

ইতঃপূর্বে ঢাকা শহরের গ্রেডিংকৃত ৮৭টি হোটেল/রেস্তোরাঁকে পুনরায় মূল্যায়ন করে ৩১ টি এবং দেশব্যাপী নতুন ৩০ টি সহ মোট ৬১ হোটেল/রেস্তোরাঁকে মনিটরিং এর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে চূড়ান্তভাবে (A+, A, A-, B ও C) গ্রেডিং করে স্টীকার প্রদান করা হয়েছে। পূর্বের ৮৭টি হোটেল/রেস্তোরাঁর মধ্যে বাকি ৫৬ টি হোটেল/রেস্তোরাঁকে পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে গ্রেডিং প্রদানের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ জনিত কারণে অনেক হোটেল/রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং প্রদান করা সম্ভব হয় নি।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে পুনঃমূল্যায়িত গ্রেডিংকৃত রেস্তোরাঁর তালিকা:

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	প্রাপ্ত গ্রেড	স্টীকার প্রদানের তারিখ	পূর্ববর্তী গ্রেড
১.	Handi BFSA RG 202100000104	210/211, PuranaPaltan, Dhaka-1000	A+	03.06.2021	C
২.	Kinnori Restaurant BFSA RG 202100000105	62, Pioneer Road, Kakrail, Dhaka-1000	A+	03.06.2021	A
৩.	FARS Hotel & Resorts BFSA RG 202100000106	212, PuranaPaltan, Dhaka	A+	03.06.2021	A
৪.	Hotel Purbani International BFSA RG 202100000110	1, Dilkusha C/A, Dhaka-1000	A+	03.06.2021	A+
৫.	Burger King BFSA RG 202100000109	House # 104, Block # C, Road # 11, Banani, Dhaka-1213	A+	03.06.2021	A+
৬.	Burger King BFSA RG 202100000111	Gulshan Tower, Plot # 01, Road # 31, Gulshan North C/A, Gulshan-2, Dhaka-1212	A+	03.06.2021	A+

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	প্রাপ্ত গ্রেড	স্টীকার প্রদানের তারিখ	পূর্ববর্তী গ্রেড
৭.	The Rajdhani Hotel & Restaurant BFSA RG 202100000112	65, Bangabandhu Avenue Gulistan, Dhaka-1000	A+	03.06.2021	A
৮.	Hirajheel Restaurant BFSA 202100000113	22, Motijheel, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A
৯.	Café Mowla BFSA RG 202100000114	9/A, Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000	A	03.06.2021	C
১০.	M/S Café Dilkusha BFSA RG 202100000115	22,Dilkusha, Motijheel, Dhaka-1000	A	03.06.2021	C
১১.	New Café Motijheel BFSA RG 202100000116	12, Dilkusha, Motijheel, Dhaka-1000	A	03.06.2021	C
১২.	Jhalmukh Restorant BFSA RG 202100000117	47, Dilkusha, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A+
১৩.	New Rajdhani Hotel & Restaurant BFSA RG 202100000118	1/1, Bangabandhu Avenue, Gulistan, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A
১৪.	New Moon Hotel & Restaurant BFSA RG 202100000121	194, Fokirapool, Motijheel, Dhaka-1000	A	03.06.2021	B
১৫.	Bangla Restaurant BFSA RG 202100000122	28/A-2, Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A
১৬.	Enjoy Restaurant & Fast Food BFSA RG 202100000123	345, SegunBagicha, Dhaka-1000	A	03.06.2021	B
১৭.	Radhuni Bilash Restorant BFSA RG 202100000124	13, Fokirapool, Dhaka-1000	A	03.06.2021	C
১৮.	Rahmania Rooftop Restaurant & Convention Hall BFSA RG 202100000126	28/1/C, Toyenbee Circular Road, Motijheel, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A
১৯.	Banolota Sweet & Bakery BFSA RG 202100000127	B#K, R#7, Pollobi eastern housing, Mirpur, Dhaka.	A	03.06.2021	B
২০.	Burger King BFSA RG 202100000134	Unit# 58, Shop# 007-9, Jamuna Future Park, Dhaka-1229	A+	03.06.2021	A
২১.	Burger King BFSA RG 202100000135	Plot# 43,Road# 2/A, Dhanmondi, Dhaka 1209	A+	03.06.2021	A+
২২.	Handi BFSA RG 202100000104	210/211, PuranaPaltan, Dhaka-1000	A+	03.06.2021	C
২৩.	Seagull Restaurant BFSA RG 202100000125	Hossain Tower, 12th Floor, Plot # 116, NayaPalton, Dhaka-1000	A	03.06.2021	B
২৪.	Century Sweets BFSA RG 202100000128	Kha-225, Progotisoroni, Merul Badda, Dhaka.	A	03.06.2021	B
২৫.	Seagull Restaurant BFSA RG 202100000125 Date 03.06.2021	Hossain Tower, 12th Floor, Plot # 116, NayaPalton, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A
২৬.	Century Sweets BFSA RG 202100000128	Kha-225, Progotisoroni, MerulBadda, Dhaka.	A	03.06.2021	A+

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	প্রাপ্ত গ্রেড	স্টীকার প্রদানের তারিখ	পূর্ববর্তী গ্রেড
২৭.	FARS Hotel & Resorts (SKY Deck) BFSA RG 202100000108	212, PuranaPaltan, Dhaka	A+	03.06.2021	A
২৮.	BhojBanglar Shad BFSA RG 202100000119	28/A, Segunbagicha, Dhaka-1000	A	03.06.2021	A
২৯.	Sugandha Foods BFSA RG 202100000120	62, Pioneer Road, Kakrail, Dhaka-1000	A	03.06.2021	B
৩০.	Cafe Cherry Drops BFSA RG 202100000129	572/A, Khilgaon, Taltola, Dhaka	A	03.06.2021	C
৩১.	Apon Coffee House BFSA RG 202100000130	381, Khilgaon, Taltola, Dhaka	A	03.06.2021	A

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুনভাবে গ্রেডিংকৃত রেস্তোরাঁর তালিকা:

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	প্রাপ্ত গ্রেড	স্টীকার প্রদানের তারিখ	মূল্যায়নের তারিখ
০১.	KFC Gulshan BFSA 202100000077	Plot-2,Road-3, Block-SW(H). South Avenue Tower, Gulshan-01, Dhaka 1212.	A+	21/03/2021	26/11/2020
০২.	KFC Dhanmondi BFSA 202100000078	House-84, Road-7/A, Satmajid Road, Dhanmondi R/A Dhaka-1205.	A+	21/03/2021	26/11/2020
০৩.	KFC Baily Road BFSA 202100000079	3 New Baily Road, 10 NatokSarani, Gold Hunt Shopping Complex, Dhaka-1000.	A+	21/03/2021	11/01/2021
০৪.	KFC Jamuna BFSA 202100000080	Shop no 5c-013 (5th Floor), Jamuna Future Park Complex, Ka-244, Kuril, PragatiSarani, Dhaka-1229.	B	21/03/2021	15/11/2020
০৫.	KFC Adabor BFSA 202100000081	ShiulyPlot-1107/A, 1105/B, Baitul Aman Housing Society, Adabor, Dhaka-1207.	A	21/03/2021	26/11/2020
০৬.	Pizza Hut Gulshan BFSA 202100000082	Rangs Rd Square GF, Block-SE-(F), Plot-03, Bir Uttom Mir Shawkat Ali Sarak, Gulshan-01, Dhaka-1212.	A	21/03/2021	13/12/2020
০৭.	Pizza Hut Baily Road BFSA 202100000083	3 New Baily Road, 10 Natok Sarani, Gold Hunt Shopping Complex, Dhaka-1000.	A	21/03/2021	11/01/2021
০৮.	KFC Banani BFSA 202100000084	Bulu Ocean Tower, 40, Kamal Atartuk Avenue, Banani, Dhaka- 1212.	A+	21/03/2021	13/12/2020

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	প্রাপ্ত গ্রেড	স্টীকার প্রদানের তারিখ	মূল্যায়নের তারিখ
০৯.	PHD Banani Pizza Hut Delivery Banani BFSA 202100000085	Plot-50, Road- 11, Block- C, Banani Police Station, Banani, Dhaka- 1213	A	21/03/2021	13/12/2020
১০.	PHD Mirpur-2 Pizza Hut DeliveryMirpur BFSA 202100000086	Sony Cinema Bhaban, 1st Floor, Plot-1 Block-D, Sector- 02, Mirpur,	A	21/03/2021	13/12/2020
১১.	KFC Mirpur-2 BFSA 202100000087	Dhaka-1216 Sony Cinema Bhaban, 1st Floor, Plot-1 Block-D, Section- 02, Mirpur, Dhaka-1216	A+	21/03/2021	13/12/2020
১২.	PH RM Center Pizza Hut Delivery Gulshan- 2 BFSA 202100000088	House- 101 (2nd floor), RM Center, Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212	A+	21/03/2021	13/12/2020
১৩.	KFC RM Center BFSA 202100000089	House- 101(2nd Floor), RM Center, Gulshan Avenue, Gulshan- 2, Dhaka-1212	A+	21/03/2021	13/12/2020
১৪.	Pizza Hut Dhanmondi BFSA 202100000090	Plot # 754, Shatmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka-1205.	A+	21/03/2021	10/01/2021
১৫.	Pizza Hut Uttara BFSA 202100000091	House- 06, Road- 02, Ahmed plaza (Ground Floor), Sector- 03, Uttara, Dhaka- 1230.	B	21/03/2021	29/12/2020
১৬.	KFC Uttara BFSA 202100000092	House- 06, Road- 02, Ahmed plaza (Ground Floor), Sector- 03, Uttara, Dhaka-	B	21/03/2021	29/12/2020
১৭.	KFC Panthapath BFSA 202100000093	55-2, Bir Uttam Qazi Nuruzzaman Sarak, Panthapath, Dhaka-1205.	A	17/06/2021	29/12/2020
১৮.	PHD Dhanmondi Pizza Hut Delivery BFSA 202100000094	Dr. RefatUllah`s Happy Arcade, House-03, Road-03, Dhanmondi, Dhaka-1205.	A	17/06/2021	24/01/2021
১৯.	KFC Eastern Plaza BFSA 202100000095	Eastern Plaza,1stFloor, Shop No-2/40, Sonargaon Road, Hatirpool, Dhaka-1205.	A	17/06/2021	24/01/2021
২০.	KFC Mirpur BFSA 202100000096	Plot-14, Road-03, Harun Mollah Sarak, Main Road, Block-A, Sec-11, Mirpur, Dhaka-1216	A+	17/06/2021	05/01/2021
২১.	PHD Mirpur Pizza Hut Delivery BFSA 202100000097	Spring Rahmat E Tuba, Plot-132, Road-2, Block-A, Section-12, Mirpur, Dhaka-1216	B	17/06/2021	05/01/2021
২২.	KFC Bhatara BFSA 202100000098	Adept N.R Complex, Plot-Ka 5/2 Bashundhara Link Road, Jagannathpur, Badda, Dhaka-1229.	A	17/06/2021	07/03/2021

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	প্রাপ্ত গ্রেড	স্টীকার প্রদানের তারিখ	মূল্যায়নের তারিখ
২৩.	Pizza Hut Bhatara Pizza Hut Delivery BFSA 202100000099	Adept N.R Complex, Plot-Ka 5/2 , Bashundhara Link Road, Jagannathpur, Badda, Dhaka-1229.	A	17/06/2021	07/03/2021
২৪.	Pizza Hut Uttara BFSA 202100000100	House#13, Sec#13, Sonargoan Janapath,	A+	17/06/2021	07/03/2021
২৫.	KFC Uttara BFSA 202100000101	Uttara R/A, Dhaka-1230. House#13, Sec#13, Sonargoan Janapath, Uttara R/A, Dhaka-1230.	B	17/06/2021	07/03/2021
২৬.	KFC Savar BFSA 202100000102	Holding-B-16/1, Jaleswar (Aricha Road), Savar, Dhaka-1340.,	A	17/06/2021	07/03/2021
২৭.	PHD Savar Pizza Hut Delivery BFSA 202100000103	Holding-B-16/1, Jaleswar (Aricha Road), Savar, Dhaka-1340.,	A	17/06/2021	14/03/2021
২৮.	KFC Wari BFSA 202100000104	A.K. Famous Tower, 41 Rankin Street, Wari, Dhaka-1203.	A+	17/06/2021	14/03/2021
২৯.	PHD Wari Pizza Hut Delivary BFSA 202100000105	A.K. Famous Tower, 41 Rankin Street, Wari, Dhaka-1203.	A+	17/06/2021	14/03/2021
৩০.	Pizza Hut JFP Pizza Hut Delivery BFSA 202100000106	Shop No. 5C-013 (5th Floor), Jomuna Future Park Complex, Ka-244, Kuril, Pragati Sarani, Dhaka-1229.	B	17/06/2021	14/03/2021

৬.৪ অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম 'নজর'

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মনিটরিং অফিসার, নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের মাধ্যমে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও হাট-বাজার মনিটরিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁগুলোর ফুড প্রসেসিং এলাকা অনলাইন এপস ভিত্তিক মনিটরিং (নজর) এর জন্য নবাবী ভোজ ও ফার্স রেস্তোরাঁকে নির্বাচিত করা হয়। **গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মহোদয় ঢাকাস্থ নবাবী ভোজ রেস্তোরাঁর দুটি আউটলেট ও ফার্স রেস্তোরাঁয় 'নজর' এপস এর মাধ্যমে অনলাইন মনিটরিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম ও কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।**

অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস 'নজর' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ০৬ টি হোটেল-রেস্তোরাঁকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। 'নজর' এপস ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলছে। ঢাকার বাহিরের অন্যান্য জেলায়ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে 'নজর' অ্যাপস বাস্তবায়নকৃত রেস্তোরাঁর তথ্য

ক্রমিক	হোটেল/রেস্তোরাঁর নাম	অবস্থান/জেলা	বাস্তবায়নের তারিখ
১.	নবাবীভোজ রেস্টুরেন্ট	১৫ নিউ বেইলী রোড, ৬ নাটক সরণি, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
২.	নবাবীভোজ রেস্টুরেন্ট	এ কিউ পি শপিং মল, ১৪৩/২ নিউ বেইলী রোড, ৩৩ নাটকসরণি, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৩.	হোটেল ফার্স	২১২, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, পুরান পল্টন-ঢাকা	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৪.	এসকেএস ইনের জলধারা রেস্টুরেন্ট	হরিণ সিং, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	১৪ জুন ২০২১
৫.	পানসী রেস্টুরেন্ট	চৌমুহনা, মোলভীবাজার সদর, মোলভীবাজার	১৪ জুন ২০২১
৬.	পানসী রেস্টুরেন্ট	জল্লারপাড় রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট	১৪ জুন ২০২১

৬.৫ তাপমাত্রা নিরূপণ ডাটা লগার স্থাপন:

অতি ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বা হিমায়িত খাদ্য দ্রব্য যেমন- তরল দুধ, হিমায়িত মাছ, মাংস, আইসক্রিম ইত্যাদি যে সকল খাদ্য দ্রব্যের Cool Chain Maintain করতে হয় সে সকল খাদ্য দ্রব্যের পরিবহণ ও বিক্রয়কালে সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Cool Chain Maintain) মনিটরিং এর জন্য ডাটা লগার স্থাপনের Pilot প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ০৩ টি মেগাশপের ০৬ টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল চেইনে তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক মনিটর করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে এ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করা হবে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপনকৃত মেগাশপের তথ্য

ক্রমিক	মেগাশপের নাম	অবস্থান/জেলা	স্থাপনের তারিখ
১.	স্বপ্ন	গুলশান-১ আউটলেট, ঢাকা	১৫ জানুয়ারি ২০২১
২.	স্বপ্ন	ধানমন্ডি আউটলেট, ঢাকা	১০ জুন ২০২১
৩.	মীনা বাজার	ধানমন্ডি-২৭ আউটলেট, ঢাকা	২০ মার্চ-২০২১
৪.	ইউনিমার্ট	গুলশান-২ আউটলেট, ঢাকা	২০ মে ২০২১
৫.	ইউনিমার্ট	ধানমন্ডি-১৫ আউটলেট, ঢাকা	২০ মে ২০২১
৬.	ইউনিমার্ট	ওয়ারী আউটলেট, ঢাকা	২০ মে ২০২১

হোটেল রেস্তোরাঁ মনিটরিং ও দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের পরিচালক ড. সহদেব সাহা

পবিত্র রমজান মাসে বিভিন্ন বাজারে আমদানিকৃত খেঁজুর পরীক্ষা করছেন ঢাকা মেট্রো এলাকার নিরাপদ খাদ্য অফিসার জনাব ফাতেমা তুজ জোহরা লাবনি

হোটেল রেস্তোরাঁয় মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্রেডিং প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার

হোটেল রেস্তোরাঁয় পুনঃ মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্রেডিং প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার

অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম 'নজর' এর মাধ্যমে হোটেল রেস্তোরাঁয় নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হচ্ছে

সুপারশপে টেম্পারেচার ডাটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল চেইনে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সভা

৭.০ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

৭.১ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও বিভিন্ন পরীক্ষাগারে প্রেরণ

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সারাবছরব্যাপী বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত নমুনা যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ডেজিগনেটেড ল্যাবে প্রেরণ করা হয়। ল্যাব কর্তৃক প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা বিশ্লেষণ ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়। পরীক্ষিত খাদ্য পণ্য মানসম্পন্ন বা নিরাপদ নয় মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার ধারা অব্যাহত আছে।

ক) ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে সংগৃহীত নমুনা ও ল্যাব রিপোর্টের তুলনামূলক বিবরণী:

অর্থবছর	নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা	মন্তব্য
২০১৯-২০	২১১৯	১৭৩১*	১৫৩৫	১৯৬	* যথাযথ প্রক্রিয়ায় নমুনা সংগ্রহ করা না হলে তা পরীক্ষা করা যায় না
২০২০-২১	২৭৬০	২৩৫৪*	১৭২৮	২৬৮	

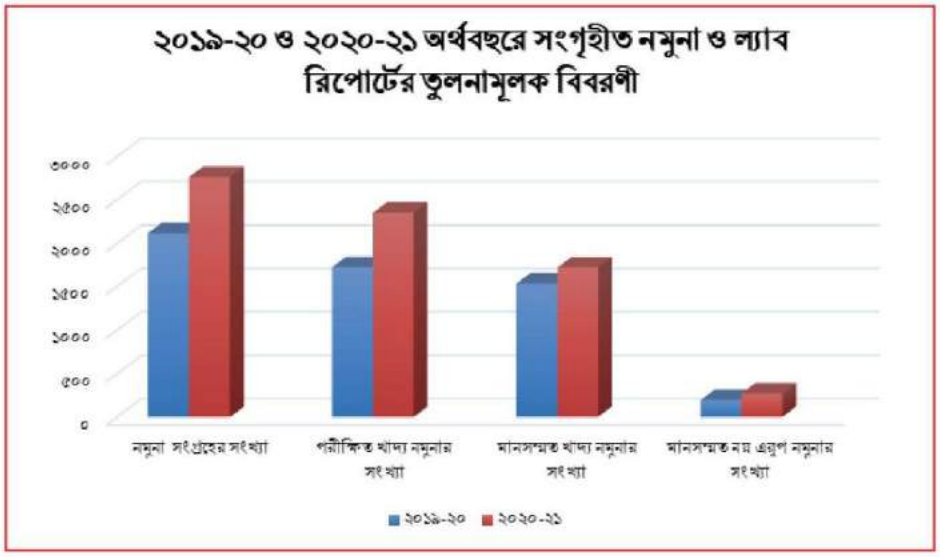

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক বিভিন্ন ল্যাব কর্তৃক খাদ্য নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট:

মাসের নাম	নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	ডেজিগনেটেড ল্যাবের নাম	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা
জুলাই ২০২০	২৯	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	২৩	২৩	-
	৩৫	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৩৫	৩০	০৫
আগস্ট ২০২০	৮০	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৬২	৪৪	১৮
	৫৪	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৪	৪৬	০৮
	৩৪	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩৪	৩২	০২
সেপ্টেম্বর ২০২০	১৩৩	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৯৯	৮৭	১২
	৫৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৯	৪৯	১০
	৩২	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩১	৩১	-
অক্টোবর ২০২০	১২৭	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	৮৬	৮০	০৬
	৩৫	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৩৫	৩০	০৫
	৩৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩৯	৩৭	০২
নভেম্বর ২০২০	১৫২	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	১১৮	১০৩	১৫
	৪৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৪৯	৩৭	১২
	৩০	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩০	২৫	০৫
ডিসেম্বর ২০২০	১০৮	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৭৯	৬৪	১৫
	৬২	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬২	৫০	১২
	৩৫	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৩৪	২৭	০৭
জানুয়ারি ২০২১	২৫১	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	১৭০	১৫২	১৮
	৬৩	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬৩	৫২	১১
	৪৩	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	৪৩	৩৭	০৬
ফেব্রুয়ারি ২০২১	২৩৫	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	১৭৮	১৫৯	১৯
	৪৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৪৬	৩৫	১১
	৪৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	৪৬	৩৬	১০

মাসের নাম	নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	ডেজিগনেটেড ল্যাবের নাম	পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত খাদ্য নমুনার সংখ্যা	মানসম্মত নয় এরূপ নমুনার সংখ্যা
মার্চ ২০২১	১৬৬	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	১২০	১০৮	১২
	৬৩	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬৩	৫৩	১০
	৪৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	৪৬	৪১	০৫
এপ্রিল ২০২১	১০৪	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৭৮	৭৩	০৫
	২৭	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	২৭	২০	০৭
	০২	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি	০২	০১	০১
মে ২০২১	১০২	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	৬৯	৬৪	০৫
	৫৬	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৬	৪৩	১৩
জুন ২০২১	৩	পাবলিক হেলথ ল্যাবেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট	৩	৩	০
	৬	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	৬	৬	০
	১	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা	১	১	০
	৩	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, সাভার	৩	৩	০
	৪৯	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি (হলুদের নমুনা)	৪৯	০	০
	৪০	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা IFRD (বেসনের নমুনা)	৪০	০	০
	৭৮	বিসিএসআইআর, IFST (হলুদের নমুনা)	৭৮	০	০
	৪৭	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব (পাউরুটি ও মরিচের নমুনা)	৪৭	৪৬	০১
	৯৫	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা (মাটি, কীটনাশক ও ফসলের নমুনা)	৯৫	-	-
	৯৫	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ,গাজীপুর (মাটি, কীটনাশক ও ফসলের নমুনা)	৯৫	-	-
মোট	২৭৬০		২৩৫৪	১৭২৮	২৬৮
* জুন মাসে বিভিন্ন ল্যাবে প্রেরিত নমুনার পরীক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ল্যাবে চলমান রয়েছে।					

৭.২ মরিচের গুড়া, হলুদের গুড়া ও বেসনে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি বিশ্লেষণ:

জেলার অনিরাপদ, ঝুঁকিপূর্ণ ও ভেজালযুক্ত খাদ্য শনাক্তকরণের লক্ষ্যে ২০২১ সালের জুন মাসে জেলায় কর্মরত নিরাপদ খাদ্য অফিসারের মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল জেলা থেকে বিধি মোতাবেক মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া গুড় এবং বেসনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা থেকে ১৫৮ (একশত আটান্ন) টি নমুনা নিম্নোক্ত প্যারামিটার টেস্ট করার নিমিত্ত পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয় যার ফলাফল বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

নমুনার নাম	সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা	প্যারামিটার	টেস্ট করার জন্য প্রেরিত পরীক্ষাগারের নাম	প্রেরিত নমুনার সংখ্যা
মরিচ গুঁড়া (খোলা)	১১	সুদান ডাই (i, ii, iii, iv)	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব	১১
হলুদ গুঁড়া (খোলা)	১০৭	লেড (Pb), ক্রোমিয়াম (Cr)	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিএসসিসি এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)	১০৭
বেসন (খোলা)	৪০	আফলাটক্সিন	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা (IFRD)	৪০
মোট	১৫৮			১৫৮

৭.৩ হলুদ এবং মরিচ এর নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার বিভিন্ন বাজার হতে ২টি টিমে মোট ৮ (আট) জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কতৃক মোট ৩৬ (ছত্রিশ) টি হলুদ এবং মরিচ এর নমুনা যথাযথ বিধি অবলম্বন করে সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয় যার ফলাফল বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

নমুনার নাম	সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা	প্যারামিটার	টেস্ট করার জন্য প্রেরিত পরীক্ষাগারের নাম	প্রেরিত নমুনার সংখ্যা
মরিচ	১৬	সুদান ডাই (i, ii, iii, iv)	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব	১৬
হলুদ	২০	লেড (Pb), ক্রোমিয়াম (Cr)	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)	২০
মোট	৩৬			৩৬

৭.৪ পাউরুটিতে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট (KBrO3) এর উপস্থিতি বিশ্লেষণ:

পাউরুটিতে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট (KBrO3) এর উপস্থিতি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে ঢাকা জেলার বিভিন্ন বাজার হতে বিভিন্ন কোম্পানির পাউরুটি যথাযথ বিধি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফলে পাউরুটিতে পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা	টেস্ট করার জন্য প্রেরিত পরীক্ষাগারের নাম	প্রেরিত নমুনার সংখ্যা	ফলাফল
২০	ওয়াফেন রিসার্স ল্যাব	২০	পাউরুটিতে পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

৭.৫ বঙ্গভবনে অবস্থিত দুগ্ধ খামার হতে সংগৃহীত দুধের গুণগত মান বিশ্লেষণঃ

বঙ্গভবন হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে বঙ্গভবনে অবস্থিত দুগ্ধ খামার এর হতে সংগৃহীত দুধের গুণগত মান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য যথাযথ বিধি অনুসরণ করে দুধের ১৩ টি নমুনা সংগ্রহ কর্তৃপক্ষের ০৪ টি ডেজিগনেটেড ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ-

প্যারামিটার	ল্যাবের নাম	ফলাফল
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা	সীসা	নিরাপদতা মাত্রা সীমার মধ্যে রয়েছে।
	আফলাটক্সিন	নিরাপদতা মাত্রা সীমার মধ্যে রয়েছে।
	টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ	নিরাপদতা মাত্রা সীমার মধ্যে রয়েছে।
	বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ	নিরাপদতা মাত্রা সীমার মধ্যে রয়েছে।
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা	ফ্যাট ও সলিড নন ফ্যাট,	গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে।
	ঘনত্ব ও প্রোটিনের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে।
	ল্যাকটোজ ও টাইট্রেটেবল এসিডিটি	গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে।
জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	মোট ব্যাকটেরিয়া (Aerobic Plate Count)	ইউরোপিয়ান কমিশন (EC) স্ট্যান্ডার্ড হতে ১৩ গুণ বেশী পাওয়া গিয়েছে।
	কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া (Total Coliform)	ইউরোপিয়ান কমিশন (EC) স্ট্যান্ডার্ড হতে ৪০ গুণ বেশি পাওয়া গিয়েছে।
	সালমোনেলার উপস্থিতি	পাওয়া যায়নি।

সার্বিক মন্তব্য:

- বঙ্গভবন হতে সংগৃহীত দুধের নমুনা ভারী ধাতু (সীসা), অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ, আফলাটক্সিন এবং ক্ষতিকর জীবাণু সালমোনেলা মুক্ত।
- দুধের অন্যান্য পুষ্টিমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সংগতিপূর্ণ।
- সার্বিক বিশ্লেষণে বঙ্গভবনের খামার হতে সংগৃহীত দুধ পুষ্টিমানসম্পন্ন, তবে যেহেতু মোট ব্যাকটেরিয়া ও কলিফর্ম বেশি রয়েছে সেক্ষেত্রে বঙ্গভবন খামারের গরুর দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে পান করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্তৃক হলুদ ও মরিচের নমুনা সংগ্রহ

পাউরুটিতে পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি সনাক্তকরণের নিমিত্তে ঢাকা জেলার বিভিন্ন বাজার হতে বিভিন্ন কোম্পানির পাউরুটির নমুনা সংগ্রহ

৭.৬ দেশে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কীটনাশকে ভারী ধাতু (লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম) এর উপস্থিতি বিশ্লেষণ:

নিরাপদ খাদ্যআইনের ১৩ (২ঙ) ধারা ও ১৩ (৪ক) ধারামোতাবেক খাদ্যে বিভিন্ন অনিরাপদতার উৎস চিহ্নিতকরণ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলির অংশ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমদানিকৃত কীটনাশক/ বালাইনাশকের ৪৭ টি নমুনা বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে ভারী ধাতুর উপস্থিতি সনাক্ত হয়। পরবর্তীতে আমদানিকৃত কীটনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে পুনরায় ৫৩ টি কীটনাশক নমুনায় ভারীধাতুর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে ৬৭.৯২%, ৫.৬৬% এবং ৬৬.০৪% নমুনায় যথাক্রমে লেড, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম সনাক্ত করা হয়। উল্লেখ্যে যে, ইতোপূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৭.০৯.২০২০ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৭৮.২৫.০২১.১৭-৯৫ নম্বর স্মারকে প্রেরিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিকভাবে কীটনাশকে ভারী ধাতুর (Pb, Cd, Cr) কোনো মাত্রা নির্ধারণ করা হয় নি।

পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ০২.০৬.২০২১ তারিখের ১৭৫ নম্বর স্মারকে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কীটনাশক আমদানীর বিষয়ে আরোপিত শর্তাবলী স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ১৬.০৬.২০২১ তারিখে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে দুইটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১. আমদানিকৃত কীটনাশক/বালাইনাশেক ভারীধাতু (Pb, Cd, Cr) এর বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিতি থাকেলও উক্ত ভারীধাতু ফসলে অনুপ্রবেশের বিষয়টি গবেষণায় প্রমাণীত না হওয়ায় বাজারে প্রচিলত বালাইনাশক থেকে ফসল ও খাদ্য দ্রব্যে সম্ভাব্য ভারীধাতুর দূষণ ও মানবেদেহ এদের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউটকে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করতে হবে;

২. কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট কর্তৃক উপযুক্ত গবেষণা এবং FAO কর্তৃক গাইডলাইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আমদানিকৃত কীনটাশক বা এর কাঁচামাল পূর্বের ন্যায় বন্দর থেকে খালাসের সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে।

উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'আমদানিকৃত বালাইনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নির্ণয় এবং উক্ত ভারী ধাতু খাদ্য শৃংঙ্খল, মৃত্তিকা, পানি এবং পরিবেশে কী রূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট-এর মাধ্যমে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য' খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০২.১৯.১৮৬ স্মারকে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়।

৭.৭ খাদ্য দ্রব্য প্রাথমিক অন স্পট টেস্ট/স্ক্রিনিং:

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ও USAID-এর সহায়তায় প্রাপ্ত মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের মাধ্যমে বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনা ও হাট-বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনিত খাদ্য দ্রব্য নিরাপদতার প্রাথমিক Screening Test করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি ও টেস্টিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারগুলোর নেটওয়ার্ক স্থাপন, ল্যাব ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

৮.১ ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন:

পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে পরীক্ষা করার মত 'ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি'র সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিএফএসএ কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতা যাচাই করে মোট ৫০ টি খাদ্য পরীক্ষাগারের তথ্য সম্বলিত (টেস্ট প্যারামিটার, নিয়োজিত জনবল এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) একটি ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য মানসম্মত ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান:

খাদ্যে ভেজাল নিরূপণ/পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে ১০টি ল্যাবরেটরি ও ১২৩টি টেস্ট প্যারামিটারকে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান ও ডেজিগনেটেড করা হয়েছে। ডেজিগনেটেড ল্যাবের সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক) অদ্যাবধি স্বীকৃত ল্যাবসমূহ:

ক্রমিক	ল্যাবের নাম	অবস্থান
১.	পেস্টিসাইড এনালাইটিকেল ল্যাবরেটরি	কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর
২.	ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	এফআইকিউসি ল্যাব, মৎস্য অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা
৩.	ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	এফআইকিউসি ল্যাব, মৎস্য অধিদপ্তর, ২০৯ এম এন খান হিল, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম
৪.	ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	এফআইকিউসি ল্যাব, মৎস্য অধিদপ্তর, ৩ জলিল সরণি, বয়রা, খুলনা
৫.	এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি	বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, এটমিক এনার্জি সেন্টার, ৪ কাজী নজরুল এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা
৬.	ইনস্টিটিউট আব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (ইনার্স)	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরত-ই-খোদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা
৭.	কেমিকেল টেস্টিং উইং (ফুড ডিভিশন)	বিএসটিআই, ১১৬/এ, মান ভবন, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা
৮.	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	মহাখালী, ঢাকা
৯.	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
১০.	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

৮.৩ খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরি পরিদর্শন:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৮.৪ খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়ন:

খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং বিষয়ক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ (এস. আর. ও নং ৯৩-আইন/২০১৭ তারিখ ৬ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ) জারি করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, খাদ্য মোড়কজাতকারী, খাদ্য ব্যবসায়ী ও গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর উল্লেখযোগ্য অনুসরণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলিং অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

২. মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলিং অবশ্যই সুস্পষ্ট ও সহজে পঠিতব্য হতে হবে।

৩. উৎপাদন তারিখ, উত্তম ভোগের সর্বোচ্চ তারিখ, ব্যবহারের সর্বশেষ তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ যথাযথভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

৪. খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের নামের ক্ষেত্রে আইনগত বা প্রচলিত নাম হতে হবে।

৫. খাদ্য উপকরণের নামের তালিকা ওজন/পরিমাণ অনুসারে লেবেলে উল্লেখ করতে হবে।

৬. মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের লেবেলে নেট ওজন এবং পরিমাণ যথাক্রমে তরল খাদ্যের ক্ষেত্রে লিটার/মিলিলিটার এবং অন্যান্য খাদ্যের ক্ষেত্রে কিলোগ্রাম/গ্রাম/মিলিগ্রামে উল্লেখ করতে হবে।

৭. খাদ্য ও খাদ্য সংযোজক (**Food Additive**) দ্রব্য, পুষ্টিগত তথ্য, ব্যাচ, কোড, লট নম্বর, ইত্যাদি তথ্য লেবেলে স্পষ্টভাবে বাংলায় উল্লেখ করতে হবে।

৮. খাদ্য দ্রব্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করে বিক্রয় করা যাবে না।

৯. খাদ্যদ্রব্যের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী অমোচনীয় কালি দিয়ে লিখতে হবে।

১০. নকল/ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে মোড়কের গায়ে **Barcode / QR code** উল্লেখ করতে হবে।

১১. খাদ্যপণ্যে এলার্জি সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ থাকলে তা লেবেলে উল্লেখ করতে হবে।

১২. খাদ্যপণ্যের লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা বিভ্রান্তিকর/প্রতারণামূলক তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাবে না।

১৩. খাদ্য সংযোজন দ্রব্য (**Food Additives**) আছে এইরূপ খাদ্যের লেবেলে বিশুদ্ধ/খাঁটি/পিওর বা অনুরূপ কোন অভিব্যক্তি লেবেলে উল্লেখ করা যাবে না।

১৪. মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য বা অনুরূপ কোন অভিব্যক্তি লেবেলে উল্লেখ করা যাবে না।

১৫. ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে লেবেলে অমোচনীয় কালিতে লিখিত বা মুদ্রিত হতে হবে।

১৬. আমদানিকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকের নাম ও ঠিকানাসহ আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে মোড়কের গায়ে অমোচনীয় কালি বা সিলমোহরের মাধ্যমে উল্লেখ করতে হবে।

১৭. খাদ্যের মোড়ক তৈরীর কাঁচামাল ও প্রস্তুত সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ (www.bfsa.gov.com হতে ডাউনলোড যোগ্য) মেনে চলুন এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করুন।

৯.০ খাদ্য সংজ্ঞায়ন, খাদ্যের মান প্রমিতকরণ/উন্নীতকরণ ও পুষ্টিমান সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম:

৯.১ খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩(২)(ক) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ। বিগত বছরে বেশকিছু খাদ্যসমূহের মান সুনির্দিষ্টকরণের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে যা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন।

৯.২ স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান মান উন্নীতকরণ সংক্রান্ত

খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কর্তৃপক্ষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যৌথভাবে কাজ করা হচ্ছে।

৯.৩ খাদ্যের মান প্রমিতকরণ/সমন্বয়/উন্নীতকরণ ও নির্ধারণ সংক্রান্ত

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদণ্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ। সে অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের মান প্রমিতকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো-

ক) নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	খাদ্য পণ্যের নাম	মান নির্ণায়ক সংস্থা	সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ/উন্নীতকরণে পরামর্শ
১.	Natural Mineral Water	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
২.	Malt Drinks	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৩.	Pastry	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৪.	Frozen French Fry	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	খাদ্য পণ্যের নাম	মান নির্ধায়ক সংস্থা	সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ/উন্নীতকরণে পরামর্শ
৫.	Malt Based Food	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৬.	OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হালাল খাদ্য সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
৭.	OIC/SMIIC 2: 2019 Conformity Asessment- Requirements for Bodies Providing Halal Certification	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হালাল খাদ্য সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
৮.	OIC/SMIIC 24:2020 General Requirements for Food Additives and other Added Chemicals to Halal Food	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর হালাল খাদ্য সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
৯.	Cake		বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
মোট	৯ টি		

৯.৪ সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণ ও নির্ধারণ সংক্রান্ত:

বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। পাশাপাশি বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হইলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করাও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বাধীন। কোডেক্স এর সহযোগিতায় কাজটি চলমান রয়েছে।

৯.৫ আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণের নিমিত্তে কোডেক্সসহ বিভিন্ন দেশের খাদ্যমান কৌশল যাচাই করা হচ্ছে।

১০.০ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

১০.১ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সভা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরব্যাপী বিভিন্ন অংশীজনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভার মাধ্যমে পারস্পরিক মিত্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং অংশীজনের সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায়। উক্ত মতামতের আলোকে কর্তৃপক্ষ তাঁর জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, বিধি-প্রবিধান প্রণয়নসহ নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত অংশীজনের সাথে সভা সংক্রান্ত বিবরণ

ক্রমিক	সভার বিবরণ	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	রেস্তোরাঁ প্রবিধানমালা ২০২০ ও নজর বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা	২৮/১০/২০২১	জাতীয় মহিলা সংস্থা	৫৫জন
২.	TDL বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভা	০৮/১২/২০২০	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৩.	নজর বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা	০৯/১২/২০২০	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৪.	পাস্তুরিত তরল দুধ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৩/০১/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৫.	হোটেল-রেস্তোরাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সভা	১৮/০১/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৬.	মেগাশপসমূহের সাথে TDL বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভা	২৬/০১/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৭.	বাংলাদেশ ফুডস্টাফ ইম্পোর্টার্স এন্ড সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফিসা)	০২/০৩/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
৮.	ফল আমদানিকারক সমিতির সাথে সভা	০৮/০৩/২০২১	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ	১৫জন
	মোট			১৬০ জন

১০.২ বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মনে করে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য খাদ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরব্যাপী বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে নিজেরা সচেতন হতে পারেন, পাশাপাশি নিজের প্রতিষ্ঠানেও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার বিবরণ	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	খাদ্যকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০/১২/২০২০	প্রধান কার্যালয়	৮০ জন
২.	খাদ্যকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১/০৩/২০২১	প্রধান কার্যালয়	৭০ জন
৩.	খাদ্যকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭/০৩/২০২১	প্রধান কার্যালয়	৭০ জন
৪.	অনলাইনে খাদ্যকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ডিসেম্বর ২০২০-জুন ২০২১	অনলাইন	১৭৩ জন
৫.	খাদ্যকর্মীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা	মে ২০২১-জুন ২০২১	৬৪ জেলা কার্যালয়	৩২০০ জন
	মোট			৩৫৯৩ জন

১০.৩ টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার

কর্তৃপক্ষ প্রতিথযশা নির্মাতা ও নাট্যাভিনেতার অংশগ্রহণে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক টিভিসি নির্মাণ এবং তা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করে থাকে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে টিভিসি। এছাড়া ইলেকট্রনিক এডবোর্ডের মাধ্যমে ঢাকা শহরে ৫ টি ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টে মোট (৫*১৫০) ৭৫০মিনিট টিভিসি প্রচার করা হয়।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে টিভিসি নির্মাণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	টিভিসির বিষয়	ব্যাপ্তীকাল (মিনিট)	উল্লেখযোগ্য অভিনেতা
১.	মোড়কজাত খাদ্যপণ্যে লেবেলিং বিষয়ক	১.০১	জাহিদ হাসান, ঝুনা চৌধুরী
২.	ট্রান্সফ্যাট যুক্ত খাবার গ্রহণ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বিষয়ক	১.০১	আজিজুল হাকিম
মোট	২ টি	২.০২	

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	টিভিসির বিষয়	প্রচারিত (মিনিট)	টিভিসি প্রচারিত চ্যানেলের নাম
১.	মোড়কজাত খাদ্যপণ্যে লেবেলিং বিষয়ক	৩৩০	এটিএননিউজ, বাংলা টিভি, মাছরাঙ্গা, এটিএন বাংলা, চ্যানেল২৪, একুশে টিভি, ডিবিসি নিউজ, চ্যানেল ২৪, নিউজ ২৪, মাছরাঙ্গা, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা. বাংলা টিভি, একুশে টিভি (১৪ টি)
২.	ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বিষয়ক	৯৬	চ্যানেল ২৪, একুশে টিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল ২৪, একুশে টিভি (০৯/০৪/২০২১ থেকে ২৩/০৪/২০২১ পর্যন্ত ১৫ দিন ১ মিনিট ব্যাপ্তি চ্যানেল ২৪ এবং একুশে টিভি এবং ২৪/০৪/২০২১খ্রি. থেকে ১৫/০৫/২০২১ খ্রি.পর্যন্ত মোট ২২ দিন ৩০ সেকেন্ড ব্যাপ্তি দিনে ২ বার এটিএন বাংলা, চ্যানেল ২৪ ও একুশে টিভি)
৩.	শাকসবজি ও ফলমূলে ফরমালিন বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা	১৯২	চ্যানেল ২৪, নিউজ ২৪, মাছরাঙ্গা, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, বাংলা টিভি, একুশে টিভি, এটিএন নিউজ, বাংলা টিভি, এটিএন নিউজ, বাংলা টিভি, মাছরাঙ্গা (১২ টি)
৪.	রান্না করা খাবার নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ করার উপায়	২৩	একাত্তর টিভি, চ্যানেল ২৪ ও ডিবিসি নিউজ (৩ টি)
৫.	খাবার প্রস্তুতকরণের পূর্বে হাত ধোয়ার নিয়মাবলি	৩৫	মাছরাঙ্গা, এটিএন নিউজ, সময় টিভি, এটিএন বাংলা ও বাংলা টিভি (৫ টি)
৬.	খাবার নিরাপদ রাখার ০৫ টি চাবিকাঠি	৯৬	এটিএন বাংলা, মাছরাঙ্গা (২টি)
৭.	পথ খাবার প্রস্তুত ও নিরাপদ খাবার গ্রহণের বিধিনিষেধ।	২১	নিউজ ২৪, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন ও যমুনা টেলিভিশন (৩ টি)
৮.	কোরবানি বিষয়ক টিভিসি ২০/০৭/২০২০-০৩/০৮/২০২০	১১৫	যমুনা টিভি, মাছরাঙ্গা, বাংলা টিভি, নিউজ ২৪, ডিবিসি নিউজ, এটিএন নিউজ (৬টি)
মোট	৮ টি	৯০৮	

গ) ২০২০-২১ অর্থবছরে ইলেকট্রনিক অ্যাডবোর্ড-এর মাধ্যমে টিভিসি প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	টিভিসির বিষয়	প্রচারিত (মিনিট)	টিভিসি প্রচারিত অ্যাডবোর্ডের অবস্থান	প্রচার ব্যয় (টাকা)
১.	রান্না করা খাবার নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ করার উপায়	প্রতিটি ০৫ মিনিট করে ০৫টি পয়েন্টে ১০ দিনে মোট ৭৫০ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।	১. গুলশান- ০২ ফোর সিজন হোটেলের পাশে, ২. মিরপুর-১০ গোলচত্বরবর, ৩. ধানমন্ডি-২৭, ৪. বসুন্ধরা সিটি শপিং হলে দেয়ালের স্ক্রীন ও ৫. মহাখালী এসকেএস টাওয়ার।	
২.	খাবার প্রস্তুতকরণের পূর্বে হাত ধোয়ার নিয়মাবলি			
৩.	পথ খাবার প্রস্তুত ও নিরাপদ খাবার গ্রহণের বিধিনিষেধ।			
মোট	৩ টি	৭৫০ মিনিট	৫টি স্থান	

১০.৪ পিএসএ ট্রিলজি ও নাটিকা নির্মাণ

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে ২ সেট পিএসএ ট্রিলজি ও ১ টি ২৫ মিনিট ব্যাপ্তিকালের নাটিকা নির্মাণ করেছে। প্রতিথযশা নির্মাতা ও নাট্যাভিনেতার অংশগ্রহণে নির্মিত এসব জনসচেতনতামুলক পিএসএ ও নাটিকা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেলে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নেয়া হবে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে পিএসএ ট্রিলজি ও নাটিকা নির্মাণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	পিএসএ/নাটিকার বিষয়	ব্যাপ্তীকাল (মিনিট)	মন্তব্য
১.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পিএসএ ট্রিলজি (রমজান মাসে প্রচারযোগ্য)	প্রতি পর্ব ৩-৫ মিনিট মোট ৩ পর্ব	প্রচারের অপেক্ষায়
২.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পিএসএ ট্রিলজি (সারাবছর প্রচারযোগ্য)	প্রতি পর্ব ৩-৫ মিনিট মোট ৩ পর্ব	
৩.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নাটিকা	৪০ মিনিট	

১০.৫ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ ০৪ টি বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং তা ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করে। জনগণ ও খাদ্যব্যাবসায়ীদের সচেতন করতেই আইন/বিধি/প্রবিধান সংশ্লিষ্ট গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	গণবিজ্ঞপ্তির বিষয়	পত্রিকার সংখ্যা	পত্রিকা/সাময়িকীর নাম
১.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং বিষয়ক	১১	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক সমকাল, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশের খবর, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, The Daily Star, The Daily Bangladesh Post, The Bangladesh Today ও অনশ্বর সাময়িকী
২.	খাদ্য স্পর্শক (Food Contact Material) উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কিত	১০	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশের খবর, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, The Daily Star, The Daily Bangladesh Post ও The Bangladesh Today
৩.	রমজানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক (২ বার)	২৮	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক মানবকণ্ঠ, দৈনিক আজকালের খবর, দৈনিক সময়ের আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আজকের বিজনেস বাংলাদেশ, দৈনিক নবচেতনা, দৈনিক জনবাণী, The Financial Express, The Daily Tribunal
৪.	খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপণ বিষয়ক	১৪	দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের নতুন সময়, দৈনিক দেশ রূপান্তর, দৈনিক সময়ের আলো, দৈনিক ভোরের পাতা, দৈনিক মুক্ত খবর, দৈনিক বনিক বার্তা, দৈনিক খোলা কাগজ, দৈনিক ভোরের দর্পন, দৈনিক বাংলাদেশের আলো, দৈনিক ঢাকা টাইমস, The Financial Express, The Dhaka Tribune দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশ সময়, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি, দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন, The Daily Star, The Daily Sun, দৈনিক আমার সংবাদ ও বিয়াম ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন
মোট	৪ টি	৬৩	

১০.৬ লিফলেট ও স্টীকার প্রকাশ ও বিতরণ

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিফলেট, পোস্টার, প্যাম্পলেট, স্টীকার ইত্যাদি প্রচার উপকরণ তৈরি করেছে এবং দেশব্যাপী বিতরণ করেছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে লিফলেট/পোষ্টার/প্যাম্পলেট ইত্যাদি প্রকাশ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	লিফলেটের বিষয়	ছাপানেরা সংখ্যা
১.	লেবেলিং + খাদ্যস্পর্শক	১০,০০০
২.	হাত ধোয়া + নিরাপদ খাদ্যাভাস	১০,০০০
৩.	খাদ্য নিরাপদ রাখার ০৫ চাবিকাঠি	১০,০০০
৪.	নিরাপদ খাদ্য আইন (অপরাধ ও দন্ড)	১০,০০০
৫.	প্যাম্পলেট (নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ)	১০,০০০
৬.	খাদ্য ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণার বই	১০,০০০
৭.	পোস্টার (হোটেল/রেস্তোরাঁর জন্য পালনীয় ও সর্বসাধারণের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসমূহ)	১০,০০০
৮.	পোস্টার (মিস্টি/বেকারীর জন্য পালনীয় জন্য এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসমূহ)	১০,০০০
৯.	নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে পোস্টার	১,৩২,০০০
১০.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ১০ ধরনের পোস্টার	৭,০০,০০০
	মোট	৯,১২,০০০

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে লিফলেট/পোস্টার/পকেটবুক ইত্যাদি বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	পোষ্টারের বিষয়	বিতরণ সংখ্যা (প্রতি জেলায়)	মোট বিতরণ
১.	ক্যারাভান রোড শো অনুষ্ঠানে ৪ ধরণের লিফলেট (রেফিজারেটরে খাদ্য সংরক্ষণের নিয়মাবলী, নিরাপদ খাদ্যের ৫ টি ধাপ, খাদ্য সংরক্ষণে অবশ্য করণীয়, রান্নার স্থানে পালনীয় বিষয়সমূহ)	৩০০	৬৪ × ৩০০= ১৯২০০
২.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সৈমিনার/ কর্মশালায় লিফলেট (সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া, খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ টি চাবিকাঠি, খাদ্য কিভাবে অনিরাপদ হয়, নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস, সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া ও নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস)	৫০০	৬৪ × ৫০০= ৩২০০০
৩.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালায় খাদ্য কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বই	৩০	৬৪×৩০= ১৯২০
৪.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালায় নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর পকেটবুক	৫০	৬৪×৫০= ৩২০০
৫.	নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে পোস্টার (ঢাকা শহরসহ সারা দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, হাঁট বাজারে, জনসমাগমপূর্ণ স্থানে পোস্টার বিতরণ ও লাগানো হয়েছে)		১,৩২,০০০
৬.	জেলা কার্যালয়ে প্রদর্শনের জন্য বাঁধাই করা ১০ ধরনের পোস্টার	১০	৬৪০
	মোট		১৮৮,৯৬০

গ) ২০২০-২১ অর্থবছরে স্টীকার প্রকাশ ও বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	স্টীকারের বিষয়	ছাপানেরা সংখ্যা	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলুন	৯০০	বিতরণ চলমান রয়েছে
২.	অনিরাপদ খাদ্যকে না বলুন	৯০০	
মোট	২ ধরনের	১৮০০	

১০.৭ বাল্ক এসএমএস ও টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা প্রেরণ

২০২০-২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) এর মাধ্যমে সকল মোবাইল অপারেটরে বাল্ক এসএমএস প্রচার করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি টিভি স্ক্রলে বছরব্যাপী নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সচেতনতামুলক বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাল্ক এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	বাল্ক এসএমএস-এর বিষয়	এসএমএস সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	সকল অপারেটর	BTRC-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	সকল অপারেটর	
মোট	২টি		

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	টিভি স্ক্রলের বিষয়	চ্যানেল সংখ্যা	মন্তব্য
১.	"টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ---মুজিব বর্ষে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার"	১৬টি	টিভিসি প্রচারের সাথে সৌজন্য প্রচার করা হয়েছে।
২.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন ও প্রয়োজনে পরীক্ষা করুন, নিরাপদ থাকুন। নিয়মিত পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাবার গ্রহণ করুন, সুস্থ থাকুন। জনসচেতনতায়: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	০৭টি	
৩.	"রমজানে নিরাপদ ও সুষম খাবার গ্রহণ করুন। অস্বাস্থ্যকর ও অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া খাবার পরিহার করুন। প্রচারে: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ"।	১২টি	
৪.	'কোরবানির গবাদিপশু ক্রয়-বিক্রয় ও মাংস প্রস্তুতকরণে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। কোরবানির মাংস নিরাপদভাবে রান্না ও সংরক্ষণ করুন। পশুর বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন	০৬ টি	
মোট	৪ টি	৪১ টি	

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল আমদানী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফল আমদানীকারক সমিতির সাথে বিএফএসএ চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা

হোটেল রেস্তোরাঁয় খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাথে বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকারের মতবিনিময় সভা

খাদ্যদ্রব্যে অতিমাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে

খাদ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট শেফ এবং ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার

খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেলা পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ করছেন গাইবান্ধা ডেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার

হোটেল রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কিত
সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছু অসাধু খাদ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে অসত্য বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোক্তাদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা-৪১ ও ধারা-৪২ অনুযায়ী খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, মোড়কজাতকারী ও ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

- খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বিজ্ঞাপন মুদ্রণ, প্রদর্শন, প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না।
- বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান করা যাবে না।
- মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য বিজ্ঞাপনে প্রচার করা যাবে না।
- "চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ বা সমতুল্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত" এই ধরনের কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না।
- "কোনো মিথ্যা দাবী বা রোগ নিরাময়কারী" এই ধরনের কোন অভিব্যক্তি বিজ্ঞাপনে প্রচার করা যাবে না।
- খাদ্য সংযোজন দ্রব্য (**Food Additive**) আছে এইরূপ খাদ্যের বিজ্ঞাপনে বিশুদ্ধ/খাঁটি/পিওর বা অনুরূপ কোন অভিব্যক্তি প্রচার করা যাবে না ।
- "মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য বা বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য" এ ধরনের কোন বিজ্ঞাপন মুদ্রণ, প্রদর্শন, প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না।

**মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
এর শাস্তি এক (১) বৎসর কারাদণ্ড বা চার (৪) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।**

১১.০ ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১১.১ ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ ও ক্রমবর্ধমাণ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ভোক্তা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা) কর্তৃক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল নিরাপদ খাদ্য অফিসারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত চাহিত বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যপণ্যের তালিকা পাওয়া গেছে যা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সংরক্ষণ করা আছে। বর্তমানে সম্ভাব্য ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য গ্রহণ জনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	খাদ্য/খাদ্য দ্রব্য	সম্ভাব্য ঝুঁকি	ঝুঁকির সম্ভাব্য উৎস
১.	সরিষার তৈল	সম্ভাব্য ঝুঁকি ভৌত	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন, সরিষার তৈলের সাথে সয়াবিন তৈল মিশ্রণ
২.	বেকারিপণ্য যেমন কেক, পাউরুটি, চানাচুর, বিস্কুট, ইত্যাদি	ভৌত ও রাসায়নিক	অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে উৎপাদন ও খাদ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিক মেশানো। অনুমোদিত রঞ্জক ও সুগন্ধি ব্যবহার।
৩.	দুধ (অপপ্রক্রিয়াজাত/ কাঁচা)	রাসায়নিক	অনুমোদনহীন লাইসেন্সবিহীন প্রক্রিয়াজাতকরণ, লেবেলহীন বিপণন, ডিটারজেন্ট ও এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার, ফরেন বডি, ঘনত্বের পরিবর্তন
৪.	বারোমাসি টমেটো	রাসায়নিক	রং সৃষ্টিকারী ও টমেটো পাকানোর রাসায়নিক দ্রব্য।
৫.	মৌসুমি ফল	জৈব ও রাসায়নিক	মাত্রারিক্ত কীটনাশক, মাত্রাতিরিক্ত কার্বাইড সহ অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার, অপরিপক্ক ফল রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে পাকানো ।
৬.	কলা	রাসায়নিক	অননুমোদিত মাত্রায় রাইপেনিং ব্যবহার। উচ্চমাত্রার ইথিলিন
৭.	মিষ্টি ও দুগ্ধজাত খাদ্য পণ্য	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	মাত্রাতিরিক্ত স্যাকারিন, পামওয়েল, ডালডা, বাসি মিষ্টি, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশন, নিম্নমানের উপকরণ, অননুমোদিত রং-এর ব্যবহার
৮.	মাংস (বিভিন্ন প্রাণির)	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	প্রাণীর মলমূত্র, এন্টিবায়োটিক হরমোন, নোংরা জবাই প্রক্রিয়া, রোগাক্রান্ত পশু জবাই করা, ক্ষতিকর রং মিশানো
৯.	ফাস্টফুড ও ভ্রাম্যমান খাবার দোকান (পুরি, সিংগারা, চপ, চটপটি, ফুচকা, সমুচা ইত্যাদি)	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	ধূলা-বালু থাকা, খাবার ঢেকে না রাখা ও পরিবাশন; একই তেল বারবার ব্যবহার করা। অবিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, নোংড়া খাবার পাত্র।
১০.	জিলাপি, বুন্দিয়া, সেমাই, বেগুনী	রাসায়নিক ঝুঁকি	ক্ষতিকর হাইড্রোজ (সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইড), ক্ষতিকর বাণিজ্যিক রং এর ব্যবহার
১১.	হোটেল/রেস্টুরেন্ট-এর রান্না করা খাবার	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	ধুলাবালি, কাপড়ের রং, পোড়া তেল, অবিশুদ্ধ পানি, অস্বাস্থ্যকর খাবার জায়গা, রান্নাঘর ও পরিবেশ
১২.	রেস্তোরাঁয় ব্যবহৃত মাছ/মাংস	জৈবিক	অনিয়ন্ত্রিত শীতলিকরন তাপমাত্রা
১৩.	গুড় (খোলা)	ভৌত ও রাসায়নিক	খোলা আটা, অনুমোদনহীন রং ব্যবহার, অনিরাপদ চিনি, ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান মিশ্রণ।

ক্রমিক	খাদ্য/খাদ্য দ্রব্য	সম্ভাব্য ঝুঁকি	ঝুঁকির সম্ভাব্য উৎস
১৪.	গুড়া মসলা	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	অনুমোদনহীন রং ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন
১৫.	চিংড়ি	ভৌত ও রাসায়নিক	এরাকুট, ফিটকিরি, লোহা বা সীসার গুলি, জেলি।
১৬.	আইসক্রিম	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	অনুমোদনহীন রং ও রাসায়নিকের ব্যবহার, নোংরা পানির ব্যবহার, ধুলাবালি, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন
১৭.	খোলা চা	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	সন্দেহজনক উৎপাদন তারিখ, প্যাকিং তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ও ব্যাচ নং
১৮.	শাক-সবজি (বেগুন, শিম, ফুলকপি ইত্যাদি)	রাসায়নিক ও জৈব	কীটনাশকের অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার।
১৯.	চাল	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	পাথর, বালু, ইউরিয়া ও ডিটারজেন্ট
২০.	খেজুর (প্যাকেটজাত)	জৈব ও রাসায়নিক	রঙ ও পচা, মেয়াদ উত্তীর্ণ
২১.	খেজুর গুঁড়	জৈব ও রাসায়নিক	রস সংগ্রহের সময় বাদুড়, কাঠ বিড়ালি, পাখির লালা, বিষ্ঠা এবং রসে চুন, ফিটকিরি, সরিষার তেল ,চিনি ইত্যাদি মিশ্রণ।
২২.	গুঁড়া হলুদ	রাসায়নিক	অনুমোদনহীন রং ও রাসায়নিকের ব্যবহার
২৩.	মাছ/খোলসযুক্ত মাছ (কাঁচা/ হিমায়িত/ অপ্রক্রিয়াজাত)	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	সামুদ্রিক দূষক, ভারী ধাতু, ফিটকিরি, জেলীর ব্যবহার, ফরেন মেটার-লোহা বা ধাতুর টুকরা, খোলস, বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু থাকা। ফরমালিনের ব্যবহার
২৪.	আচার	ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক	নিম্নমানের রঙ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত খাদ্য যত্রতত্র ফেলে রাখা, দুর্বল প্যাকেজিং/লেবেলিং ও সংরক্ষন।
২৫.	আনারস (মৌসুম ছাড়া)	রাসায়নিক	অপরিপক্ক হরমোনের মাধ্যমে বৃদ্ধি ও ফল পাকানো
২৬.	কৃষি পণ্য	রাসায়নিক	বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অপরিশোধিত তরল বর্জ্য
২৭.	শুটকি	ভৌত ও রাসায়নিক	ডি.ডি.টি পাউডার, রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার
২৮.	পোল্ট্রি	জৈব ও রাসায়নিক	অননুমোদিত ও মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার
২৯.	লবণ	ভৌত ও রাসায়নিক	কাদামাটি বালি, অপরিমিত আয়োডিন, নিম্নমানের প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল।
৩০.	পান	জৈব ও রাসায়নিক	মাত্রাতিরিক্ত ছত্রাকনাশকের ব্যবহার
৩১.	প্যাকেটজাত খাদ্য দ্রব্য	জৈব ও রাসায়নিক	মেয়াদ উত্তীর্ণ
৩২.	শিশু খাদ্য	জৈব ও রাসায়নিক	নিম্নমানের তেল, রঙ ও উপাদান ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষন, খাদ্য কর্মীদের ব্যক্তিগত হাইজিনের অভাব।

১১.২ ঐতিহ্যবাহী খাদ্য/খাদ্যপণ্যের ঝুঁকি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

একসময় বাংলাদেশ নানা ধরণের স্বুসাদু ও ঐতিহ্যবাহী খাদ্যপণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। কালের আবর্তে তা আজ হারাতে বসেছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এসব হারানো ঐতিহ্যবাহী খাদ্যপণ্যে সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। তারই ধারাবাহিকতায় অত্র কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চলভিত্তিক খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের ডিরেক্টরি প্রণয়নের উদ্যগ গ্রহণ করেছে। ঐতিহ্যবাহী বদ্বীপ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত খাদ্যপণ্যের কোন ধরণের ঝুঁকি রয়েছে কি না বা ঝুঁকি থাকলে তা কি মাত্রায় রয়েছে ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

১১.৩ ঝুঁকি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ এবং নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ঝুঁকি অবহিতকরণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ভোক্তাসাধারণকে সচেতন করে থাকে।

ক) সরকার/ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি অবহিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	চিহ্নিত ঝুঁকি	ঝুঁকি অবহিতকরণ পদ্ধতি
১.	দেশে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কীটনাশকে ভারী ধাতু (লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম) এর উপস্থিতি	এবিষয়ে বিগত ১৬.০৬.২০২১ তারিখে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হয়। 'আমদানিকৃত বালাইনাশকে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নির্ণয় এবং উক্ত ভারী ধাতু খাদ্য শৃংঙ্খল, মৃত্তিকা, পানি এবং পরিবেশে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট-এর মাধ্যমে উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য' খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০২.১৯.১৮৬ স্মারকে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়।
২.	হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে partially hydrogenated oil (PHO)সহ ভোজ্য তেলের ট্রান্সফ্যাট সংক্রান্ত	WHO guideline মোতাবেক ২% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মান তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রবিধান তৈরি করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.	বঙ্গভবনে অবস্থিত দুগ্ধ খামার হতে সংগৃহীত দুধের গুণগত মান সংক্রান্ত ঝুঁকি	এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ বঙ্গভবন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে।

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	সতর্কীকরণ পদ্ধতি	সতর্কীকরণ সংখ্যা
১.	টেলিভিশন বার্তা	৪ টি
২.	বেতার বার্তা	২ টি
৩.	গণবিজ্ঞপ্তি	৪ টি
৪.	বিশেষ বুলেটিন	-
৫.	সাময়িকী	০১ টি
৬.	এসএমএস	০২ টি
৭.	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ	০৩ টি

খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধিমালা, ২০২১ খসড়া উন্মুক্তকরণ ও মতবিনিময় সভা

বঙ্গভবনে অবস্থিত দুগ্ধ খামারে দুধের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দের নমুনা সংগ্রহকালীন স্থিরচিত্র

অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে রাজধানীর একটি কাঁচা বাজার থেকে পরীক্ষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইকরণের লক্ষ্যে নাজিরারটেক শুঁটকি পল্লীতে পরিদর্শন করেন কক্সবাজার জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার

অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পরীক্ষাগারে পরীক্ষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছেন ঝিনাইদহ জেলা খাদ্য অফিসার

খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধিমালা, ২০২১ খসড়া উন্মুক্তকরণ ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির স্থিরচিত্র

১২.০ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনিরাপদ খাদ্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১২.১ অনিরাপদ খাদ্য/খাদ্য দ্রব্য বাজার হতে প্রত্যাহার সংক্রান্ত:

খাদ্যের ভেজাল দূরীকরণ ও খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস টেস্টিং ইনষ্টিটিউশন (BSTI) কর্তৃক ২০১৯ সালে সার্ভিলেন্স টিমের মাধ্যমে দেশের খোলা বাজার হতে ৪০৬টি খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআই ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে ৩১৩টি পণ্য পরীক্ষান্তে ৫২টি পণ্য মানসম্মত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে ১১ মে, ২০১৯ খ্রি. তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট ৫২টি নিম্নমানের পণ্য সমগ্র বাংলাদেশের সকল বাজার হতে প্রত্যাহারের নির্দেশনার (মহামান্য আদালতের লিখিত আদেশ ১৪-০৫-২০১৯ তারিখে পাওয়া যায়) প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ১৫ মে ২০১৯ তারিখে ১৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, পরিবেশনকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং গ্রাহকগণকে উক্ত পণ্যসমূহ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, পরিবহণ, সরবরাহ, ক্রয় ও বিক্রয় এবং ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করা হয়। একইসাথে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত স্ব-স্ব পণ্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বাজার হতে প্রত্যাহার করার জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত কার্যের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরোও ২১টি খাদ্যপণ্য ল্যাব পরীক্ষায় মানসম্মত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনা অনুসরণে উপরোক্ত ৫২টি পণ্যের ধারাবাহিকতায় আরো ২১টি পণ্য বাজার হতে প্রত্যাহার করার কার্য সমাপ্ত করা হয়। উক্ত মামলাটি (রিট পিটিশন নং ৫৩৫০/২০১৯) উচ্চ আদালতে চলমান রয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ সালে উচ্চ আদালতে এ সংক্রান্ত কোন মামলা দায়ের হয়নি। এসকল অনিরাপদ খাদ্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক) বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত-০১, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন ঢাকায় ৫২টি নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনকারী দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম ও ব্র্যান্ড	প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মামলা দায়েরের তারিখ	মামলা নং	মামলা আমলে নেয়ার তারিখ
১.	তীর সরিষার তেল	সিটি অয়েল মিল (ইউনিট -১) কোনাপাড়া, গাজীপুর।	২২-০৫-২০১৯	১২/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২.	জিবি সরিষার তেল	গ্রীন রিসিং ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাঃ লিঃ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	২২-০৫-২০১৯	২৯/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
৩.	পুষ্টি সরিষার তেল	শমনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাঃ লিঃ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	২২-০৫-২০১৯	১৫/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
৪.	রূপচান্দা সরিষার তেল	বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিঃ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	২২-০৫-২০১৯	১৪/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
৫.	আরা ড্রিংকিং ওয়াটার	আররা ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ, উত্তরা ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	১৬/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
৬.	আল সাফি ড্রিংকিং ওয়াটার	আল সাফি ড্রিংকিং ওয়াটার, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	২৮/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
৭.	মিজান ড্রিংকিং ওয়াটার	শাহারী এন্ড ব্রাদার্স, ১৫/৩-১, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	২৭/২০১৯	২২-০৫-২০১৯

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম ও ব্র্যান্ড	প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মামলা দায়েরের তারিখ	মামলা নং	মামলা আমলে নেয়ার তারিখ
৮.	মর্ন ডিউ ড্রিংকিং ওয়াটার	মর্ন ডিউ পিওর ড্রিংকিং ওয়াটার, সেকশন ১১, ব্লক-এ, রোড-৩, বাড়ি-১৮, মিরপুর, ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	১৮/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
৯.	ডানকান ড্রিংকিং ওয়াটার	ডানকান প্রোডাক্ট লিঃ, ২০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	১৯/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১০.	আর আর ডিউ ড্রিংকিং ওয়াটার	আর আর ডিউ পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার, ৯৫১/১, পূর্ব শেওড়াপাড়া, কাফরুল, ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	৩৯/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১১.	দিঘী ড্রিংকিং ওয়াটার	দিঘী ড্রিংকিং ওয়াটার, তোপখানা রোড, ঢাকা।	২২-০৫-২০১৯	৩৭/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১২.	প্রাণ লাচ্ছা সেমাই	প্রাণ এগ্রো লিঃ, সপুরা, রাজশাহী।	২২-০৫-২০১৯	৫১/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৩.	মিষ্টিমেলা লাচ্ছা সেমাই	মিষ্টিমেলা ফুড প্রোডাঃ, ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।	২২-০৫-২০১৯	১৭/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৪.	মধুবন লাচ্ছা সেমাই	মধুবন ব্রেড এন্ড বিস্কুট ইন্ডাঃ প্রাইভেট লিঃ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।	২২-০৫-২০১৯	৬০/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৫.	মিঠাই লাচ্ছা সেমাই	মিঠাই সুইটস এন্ড বেকারী, জালালাবাদ, চট্টগ্রাম।	২২-০৫-২০১৯	৪৫/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৬.	ওয়েল ফুড লাচ্ছা সেমাই	ওয়েল ফুড এন্ড বেভারেজ কোং, আতুরারডিপো, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।	২২-০৫-২০১৯	৫৯/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৭.	লাচ্ছা সেমাই	মেসার্স মধুফুল এন্ড প্রোডাঃ, বিসিক শি/ন, গোটাটিকর, সিলেট।	২২-০৫-২০১৯	২৫/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৮.	জেদ্দা লাচ্ছা সেমাই	মেসার্স জেদ্দা ফুড ইন্ডাঃ, কাঠপট্টি,সদর, ঝালকাঠি।	২২-০৫-২০১৯	২৬/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
১৯.	অমৃত লাচ্ছা সেমাই	মেসার্স অমৃত ফুড প্রোডাঃ, অমৃতনগর, পাংশা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	২২-০৫-২০১৯	২৪/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২০.	কিরণ লাচ্ছা সেমাই	মেসার্স কিরণ ট্রেডার্স, নওগাঁ।	২২-০৫-২০১৯	২২/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২১.	ড্যানিশ হলুদ গুড়া	ড্যানিশ ফুড লিঃ, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ।	২২-০৫-২০১৯	৫৫/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২২.	প্রাণ হলুদ গুড়া	প্রাণ এগ্রো লিঃ, নাটোর।	২২-০৫-২০১৯	১৩/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৩.	ফ্রেশ হলুদ গুড়া	তানভীর ফুড লিঃ, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।	২২-০৫-২০১৯	৩৫/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৪.	সান হলুদ গুড়া	সান ফুড , কুষ্টিয়া।	২২-০৫-২০১৯	৩০/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৫.	হলুদ গুড়া	মেসার্স মনজিল ফুড এন্ড প্রোডাঃ বিসিক শি/ন, গোটাটিকর, সিলেট।	২২-০৫-২০১৯	৩২/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৬.	ডলফিন হলুদ গুড়া	মেসার্স আব্বাস আলী মুদী দোকান, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	২২-০৫-২০১৯	৫৭/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৭.	দাদা সুপার আয়োডিন যুক্ত লবণ	মেসার্স নিউ ঝালকাঠি সল্ট মিলস, আড়ৎদারপট্টি, সদর, ঝালকাঠি।	২২-০৫-২০১৯	৫৬/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৮.	তিন তীর আয়োডিন যুক্ত লবণ	মেসার্স কোয়ালিটি সল্ট ইন্ডাঃ, ফরিয়াপট্টি, সদর, ঝালকাঠি।	২২-০৫-২০১৯	৪৭/২০১৯	২২-০৫-২০১৯
২৯.	মদিনা, স্টারশীপ আয়োডিন যুক্ত লবণ	মেসার্স লাকি সল্ট ইন্ডাঃ, ৪, মনোহরীপাট্ট,সদর, ঝালকাঠি।	২২-০৫-২০১৯	৪১/২০১৯	২২-০৫-২০১৯